অষ্টম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিমাইর উপনয়ন ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন, জগন্নাথ মিশ্রের স্বপ্নযোগে বিশ্বম্ভরের ভবিষ্যৎ সন্ন্যাস-গ্রহণাদি লীলা-দর্শন, মিশ্রের অন্তর্ধান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শুভমাসে শুভদিনে শুভক্ষণে মহামহোৎসবমুখে শ্রীগৌরসুন্দর উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণলীলা এবং জীবোদ্ধারার্থ বামন-লীলা আবিষ্কারপূর্বক সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের 'অধ্যাপক-শিরোমণি' অভিন্ন সান্দীপনি-মুনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাদাস তাঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যে নিমাইকে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। গঙ্গাদাসের শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত ও কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি যে সকল প্রধান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিমাই নানাবিধ ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গিয়া নিমাই পড়ুয়াগণের সহিত কলহ করিতেন। নিমাই সূত্রব্যাখ্যা-কালে যাহা নিজে স্থাপন করিতেন, তাহাই আবার স্বয়ং খণ্ডন ও পুনরায় অতিসুন্দর ভাবে স্থাপন করিয়া পড়ুয়াগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। নিমাইর এই বিদ্যারস-লীলা দর্শন করিবার জন্য সর্বজ্ঞ বৃহস্পতিও শিষ্যের সহিত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগীরথী অনেকদিন যাবৎ "ঊর্মিদোর্বিলাস-পদ্মনাভপাদ-বন্দিনী" যমুনার ভাগ্য বাঞ্ছা করিতেছিলেন; বাঞ্ছা-কল্পতরু গৌরসুন্দর গঙ্গাদেবীর সেই বাঞ্ছা নিরন্তর পূর্ণ করিতে থাকিলেন। নিমাই গঙ্গাস্নান, যথা-বিধি শ্রীবিষ্ণুপূজন, তুলসীকে জলপ্রদান ও প্রসাদ-ভোজনাদি লীলা প্রদর্শন করিয়া গৃহে নির্জনে অধ্যয়ন-লীলা এবং সূত্রের টিপ্পনী প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন। জগন্নাথ মিশ্র এই সকল দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে থাকিলেন এবং বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-নিবন্ধন নিজ-পুত্রের কোনপ্রকার বিঘ্ন না হয়, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। একদিন মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,---'নিমাই অত্যদ্ভুত সন্ন্যাসি-বেশ ধারণপূর্বক অদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণনামে হাস্য, নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন; কখনও বা নিমাই বিষ্ণু-খট্টার উপর আরোহণ-পূর্বক সকলের মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিতেছেন; চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রবদনাদি দেবগণ, সকলেই "জয় শ্রীশচীনন্দন" বলিয়া চতুর্দিকে তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন; কখনও বা নিমাই কোটি-কোটি অনুগামী লোকের সহিত প্রতি-নগরে হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন; কখনও বা ভক্তগণের সহিত নীলাচলে গমন করিতেছেন।' এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া 'নিমাই নিশ্চয়ই গৃহ ত্যাগ করিবেন' এই আশঙ্কায় মিশ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী মিশ্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ---'নিমাই যেরূপ বিদ্যা-রসে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাতে সে গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না।' কিছুকাল পর মিশ্রের অন্তর্ধান হইল। শ্রীদশরথ-বিজয়ে (ভক্ত-বিরহে) শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, মিশ্রের বিজয়েও শ্রীগৌরসুন্দর তদ্রূপ বিস্তর ক্রন্দন করিলেন। অনন্তর নিমাই শচীমাতাকে বহু সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, ---'আমি তোমাকে ব্রহ্মা-মহেশ্বরেরও সুদুর্লভ বস্তু প্রদান করিব'। একদিন নিমাই গঙ্গাস্নানার্থ গমন-কালে শচীদেবীর নিকট গঙ্গাপূজার জন্য তৈল, আমলকী, মালা, চন্দন প্রভৃতি চাহিলেন। শচীদেবী নিমাইকে একটু অপেক্ষা করিতে বলায়, নিমাই ক্রোধে রুদ্র হইয়া গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি, ঘর-দ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। সনাতনধর্ম-সংরক্ষক ভগবান্ কেবলমাত্র জননীর গাত্রে হস্ত উত্তোলন করিলেন না। সমস্ত বস্তু ভগ্ন হইবার পর

অবশেষে নিমাই ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শচীদেবী গন্ধ-মাল্যাদি আনয়নপূর্বক নিমাইর গঙ্গা-পূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। যশোদা যেরূপ গোকুলে কৃষ্ণের সমস্ত চাপল্য সহ্য করিতেন, তদ্রূপ শচীদেবীও নবদ্বীপে নিমাইর সর্ববিধ চাঞ্চল্য সহ্য করিতেন। নিমাই গঙ্গা-স্নানাদি করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভোজনাদি সমাপ্ত করিলে, শচীদেবী পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন,—'এইরূপে গৃহ-সামগ্রীর অপচয় করিয়া তোমার কি লাভ হইল? কাল কি খাইবে,—এমন কোন সম্বল গৃহে নাই।' তদুত্তরে নিমাই জননীকে বলিলেন,—'বিশ্বম্ভর-কৃষ্ণই সকলের একমাত্র পোষ্টা; তাঁহার দাসগণের পক্ষে নিজ-নিজ আহারের জন্য চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।' ইহা বলিয়া সরস্বতীপতি গৌরসুন্দর অধ্যয়ন-লীলা-প্রকাশার্থ বাহিরে গমন করিলেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জননীর হস্তে দুই তোলা স্বর্ণ প্রদানপূর্বক বলিলেন,—'কৃষ্ণ এই সম্বল প্রদান করিয়াছেন, ইহা ভাঙ্গাইয়া যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ কর।' শচীদেবী দেখিলেন,—যখনই গৃহে কোনপ্রকার সম্বলের সঙ্কোচ হয়, তখনই নিমাই কোথা হইতে যেন সুবর্ণ লইয়া আসেন!' শচীদেবী ভীতা হইলেন! —'কি জানি, পাছে কোন প্রমাদ আসিয়া পড়ে!' দশ-পাঁচজনের নিকট দেখাইয়া শচীদেবী সেই সুবর্ণ-খণ্ডসমূহকে ভাঙ্গাইয়া ঘরের আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্রাদি সংগ্রহ করিতেন। স্নান, ভোজন, পর্যটন,—সকল-সময়েই নিমাই শাস্ত্র-চর্চা লইয়া থাকিতেন। জগতের ভাগ্য-দোষে তখনও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নাই। অতঃপর হরিভক্তিশূন্য সংসারের চিত্র ও তজ্জন্য পর-দুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণবগণের হৃদয়-বেদনা-বর্ণন-মুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর।।১।।

নিত্যানন্দ-প্রাণ সংকীর্তন-প্রবর্তক গৌরের জয়—

জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সংকীর্তন-ধর্মের নিধান।।২।।

সাবরণ গৌরকথা-শ্রবণেই শুদ্ধভক্তি-লাভ—

ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়।।৩।।

অধোক্ষজ বিশ্বম্ভরের মিশ্রগৃহে অজ্ঞাতভাবে অবস্থান—

হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন, কেহ চিনিতে না পারে।।৪।।

শিশুচিত সর্ববিধ ক্রীড়ানুষ্ঠান—

বাল্যক্রীড়া-নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু, কে পারে কহিতে?৫।।

আম্নায়-পারম্পর্যে সুকৃতিশালী-জনগণের গৌরলীলা-শ্রবণে সৌভাগ্য-লাভ—

বেদ-দ্বারে ব্যক্ত হৈবে সকল পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিবে সকল ভাগ্যবানে।।৬।।

নিমাইর শুভ উপনয়ন-কালোদয়—

এইমত গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা।।৭।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দরই কীর্তনাখ্যা ভক্তির প্রবর্তক। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২) "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।" শ্লোকে তাঁহাকেই নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।৫।২৩-২৪)—"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ" শ্লোকের টীকা মধ্যে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কীর্তনাখ্যা ভক্তি-প্রচারের কথাই 'মুখ্য-প্রচার'-জ্ঞানে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা, তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যায় এরূপ উক্ত হইয়াছে,—"সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণে জানাঞা তেঁহো বিশ্ব কৈলা ধন্য।"২।।

নিমাইর উপনয়ন-দিবসে আত্মীয় স্বজনগণের যথাযোগ্য শুভকার্য-সম্পাদন—

যজ্ঞসূত্র পুত্রের দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ-ঘর।।৮।।
পরম-হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা।
যা'র যেন যোগ্য-কার্য করিতে লাগিলা।।৯।।

স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি-মুখে কৃষ্ণগীতি—

স্ত্রীগণ 'জয়' দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ, সানাই, বংশী বা'য়।।১০।।

বিপ্রবর্গের বেদমন্ত্রোচ্চারণ; মিশ্রভবনে আনন্দাবির্ভাব—

বিপ্রগণে বেদ পড়ে, ভাটে রায়বার।
শচীগৃহে হইল আনন্দ-অবতার।।১১।।

উপনয়ন-কালে সর্বশুভযোগ-সম্মিলন—

যজ্ঞসূত্র ধরিবেন শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভযোগসকল আইল শচী-ঘর।।১২।।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিশ্বম্ভরের উপনয়ন-গ্রহণ-লীলা—

শুভমাসে, শুভদিনে শুভলক্ষণ ধরি'।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।১৩।।

'বেদ'-শব্দে—(১) বিষ্ণু, (২) শ্রুতি, (৩) আম্নায়, (৪) ছন্দ, (৫) ব্রহ্মা, (৬) নিগম।

'পুরাণ'-শব্দে অষ্টাদশপুরাণ, বিংশ উপপুরাণ এবং ঐতিহ্যসমূহ। ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের কথা প্রায় সমস্ত পুরাণেই ন্যূনাধিক স্থান লাভ করিলেও তাহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। বৈষ্ণবের হৃদয়েই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। বৈষ্ণবের মুখেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বাণী নির্গত হয়। পুরাণাদির ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবাচার্যগণের মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের অদ্ভুত চরিত্রের কথা প্রকাশিত হইবে। বেদাদিশাস্ত্র মহাভুত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরই নিঃশ্বসিত বলিয়া শুনা যায়। সেই বেদবিভাগকর্তা শ্রীব্যাসদেবই কলিযুগে শ্রীমদ্ভাগবতাভিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। এই জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন, —"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।"

বেদদ্বারে ব্যক্ত হইবে,—এই ভবিষ্যৎ-পদ-প্রয়োগ বেদশাস্ত্রের নিত্যত্বের বাধক নহে। বিভিন্ন মন্বন্তরে ও বিভিন্ন যুগ-প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ তৎসেবকবর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ ব্যক্ত করিয়া শ্রীব্যাসগণের দ্বারা স্বীয় বৈকুণ্ঠ-নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রচার করেন।।৬।।

ভোলা,—কাহারও মতে, 'বিহ্বল'-শব্দের অপভ্রংশ; ভোল+আ (সাদৃশ্যে), মত্ত, আত্মবিস্মৃত।

যজ্ঞোপবীতের কাল "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত", এই শ্রুতিবাক্যে 'ব্রাহ্মণগৃহে উদ্ভূত বটুকে অষ্টমবর্ষে মৌঞ্জি-বন্ধন-সংস্কার প্রদান করিবে'—এই বিধি জানা যায়। এস্থলে 'ব্রাহ্মণ'-শব্দে ভাবি-কালে যাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' হইবেন, তাঁহাদিগকেই উদ্দেশ কার হইয়াছে। "গৃহার্থী সদৃশীং ভার্যা মুদ্বহে" (ভাঃ ১১।১৭।৩৯),—এই বাক্যে যেরূপ ভাবি কালীয়া ভার্যাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ অব্রাহ্মণ থাকাকালেও অনুপনীত ব্যক্তির ভাবিকালীয় ব্রাহ্মণতাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১১।১৩) বলেন,—"সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্" অর্থাৎ (ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মানবকের জন্মদাতা পর্যন্ত পুরুষগণের) দশসংস্কার অবিচ্ছিন্ন থাকিলে, ব্রহ্মা যাহাকে এবম্ভূত-সংস্কারযুক্ত বলিয়াছেন, তিনিই 'দ্বিজ'। কলিতে অর্থাৎ বিবাদযুগে "অশুদ্ধাঃ শূদ্র কল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা।।" এই বিষ্ণুযামলবাক্যে শৌক্রবিচারের শুদ্ধির অভাব থাকায় আগম বা পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাতেই 'শুদ্ধি' জানা যায়। অতএব, (ভাঃ ৭।১১।৩৫)—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।।" এই বাক্যে এবং (ইহার শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিত) "যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতি নিমিত্তেনেত্যর্থঃ" এই টীকায়, (মহা-ভাঃ অনু-শাঃ-পঃ ১৪৩ অঃ ৪৬ ও ৫০)—"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ" এবং "ন যোনির্নাপি সংস্কারো শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্।।", (নারদপঞ্চরাত্রান্তর্গত ভারদ্বাজসংহিতায় ২য় অঃ ৩৪)—"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ", (হঃ ভঃ বিঃ—২য় বিঃ ধৃত তত্ত্ব সাগরবাক্য)—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম।।" এবং (ইহার শ্রীসনাতন-গোস্বামিপ্রভু-কৃত—"নৃণাং সর্বেষামেব, দ্বিজত্বং বিপ্রতা", এই দিগ্‌দর্শিনী-টীকা-

যজ্ঞসূত্ররূপে শ্রীঅনন্তের তৎপ্রভু বিশ্বম্ভর-সেবা—

শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে 'শেষ' বা বেড়িলা কলেবর।।১৪।।

বামনাবতারের ন্যায় বিশ্বম্ভরের ব্রাহ্মণ-বটুলীলা-দর্শনে সকলের আনন্দ—

হইলা বামনরূপ প্রভু-গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ।।১৫।।

সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণ্যদেব বিশ্বম্ভর-দর্শনে সকলের অমর্ত্য-বুদ্ধি—

অপূর্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ দেখি' সর্বগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে।।১৬।।

স্বভক্তগণের গৃহে ব্রহ্মচারি-বেশে নিমাইর ভিক্ষা—

হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব-সেবকের ঘর।।১৭।।

হর্ষভরে সকলের যথাযোগ্য ভিক্ষা-প্রদান—

যা'র যথাশক্তি ভিক্ষা সবেই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে।।১৮।।

ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেব ও মুনিগৃহিণীগণের ব্রাহ্মণীরূপ-ধারণ—

দ্বিজপত্নীরূপ ধরি' ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী ।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী।।১৯।।

বিশ্বম্ভরের বামনরূপ-দর্শনে সকলের ভিক্ষা-প্রদানরূপ সেবা—

শ্রীবামন-রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে।।২০।।

জীবোদ্ধার-নিমিত্ত বিশ্বম্ভরের বামনরূপ-ধারণ-লীলা—

প্রভুও করেন শ্রীবামন-রূপ-লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি' সকল খেলা।।২১।।

গৌরভক্ত গ্রন্থকারের বামনরূপধারী গৌরপাদপদ্মাশ্রয়-প্রার্থনা—

জয় জয় শ্রীবামনরূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব।।২২।।

গৌরের উপনয়ন-লীলা-শ্রবণে চৈতন্য-চরণাশ্রয়-প্রাপ্তি—

যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণ।।২৩।।

বাক্যে, (তৎকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ২য় খণ্ড ৪র্থ অঃ ৩৭)—"দীক্ষালক্ষণধারিণঃ" পদের তল্লিখিত "দীক্ষায়াঃ সাবিত্রাদিবিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কাশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি ধর্তুং শীলমেষামিতি তথা তে" এই টীকায়, ব্রঃ সং ৫।২৭ শ্লোকের শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুকৃত)—"এবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য (ব্রহ্মণঃ) ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্বসংস্কারস্তদাবাধিতত্বাৎ তন্মন্ত্রাধিদেবাজ্জাতঃ" এই ভাষ্যে এবং এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাবিধি অনুসারে লব্ধদীক্ষ সকল মানবেরই উপনয়নসংস্কার আবহমানকাল নিত্যবিহিত হইয়াছে। অতএব বৃশ্চিক-তাণ্ডুলিক-ন্যায়ানুসারে (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৯ সূত্রের শ্রীজয়তীর্থপাদকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকায়) শৌক্র ও বৃত্তব্রাহ্মণতা, উভয়ই সিদ্ধ। উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে, সংস্কার-গ্রহণের পরই তাঁহার স্বাধ্যায়ে অধিকার জন্মে; যেহেতু অনুপনীত ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রাধিকরণ-বিচারানুসারে বেদান্ত শ্রবণে অযোগ্য। পাঞ্চরাত্রিক-মন্ত্রগ্রহণের পর শ্রীনারদপঞ্চরাত্রমতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি দশসংস্কার অবশ্যই গ্রহণ এবং তদনন্তর মন্ত্রের অর্থ শ্রবণ করিবেন।।৭।।

বা'য়—(বাদ্য-শব্দজাত), বাজায়।।১০।।

রায়বার,—স্তুতি বা সুখ্যাতি-গান; অপর অর্থ—স্তুতিপাঠক; দৌত্য।

হইল আনন্দ অবতার,—আনন্দ মূর্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ, আবির্ভূত বা প্রকটিত হইলেন, অর্থাৎ আনন্দের হাট প্রকাশিত হইল।।১১।।

শেষের যজ্ঞসূত্রত্ব,—(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১২৩-১২৪ সংখ্যায়—) "ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন। ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন।। এত মূর্তিভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের 'শেষতা' পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে।।"১৪।।

বামনরূপ,—খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণবটুরূপী বিষ্ণু-অবতার (ভাঃ ৮ম স্কঃ ১৮-২৩ অঃ দ্রষ্টব্য)। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে শ্রীবামনদেব বা শ্রীউপেন্দ্র আবির্ভূত হন। দৈত্যরাজ বলি অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া তৎসমীপে গমন করিয়া

শুদ্ধসত্ত্বময়ী শচীগৃহে গৌর-নারায়ণের বেদগোপ্য লীলা—

হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক শচী-ঘরে।
বেদের নিগূঢ় নানামত ক্রীড়া করে।।২৪।।

বিশ্বম্ভরের অধ্যয়নেচ্ছা—

ঘরে সর্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।
গোষ্ঠী-মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত।।২৫।।

কৃষ্ণাধ্যাপক সান্দীপনিই গৌরাধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ—

নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি।
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত যে-হেন সান্দীপনি।।২৬।।

মহাবৈয়াকরণ পণ্ডিতপ্রবর গঙ্গাদাস—

ব্যাকরণশাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁ'র ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত।।২৭।।

বিশ্বম্ভরকে লইয়া মিশ্রের গঙ্গাদাস-গৃহে গমন—

বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র-সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস-দ্বিজ-ঘর।।২৮।।

সপুত্রক মিশ্র দর্শনে গঙ্গাদাসের অভ্যর্থনা—

মিশ্র দেখি' গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি' এক আসনে বসিলা।।২৯।।

গঙ্গাদাস-করে পুত্রকে অধ্যয়নার্থ অর্পণ—

মিশ্র বোলে,—''পুত্র আমি দিলুঁ তোমা'-স্থানে।
পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে।।''৩০।।

গঙ্গাদাসের যথাশক্তি অধ্যাপনার্থ-সম্মতি-প্রদান—

গঙ্গাদাস বোলে,—''বড় ভাগ্য সে আমার।
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার।।''৩১।।

শিষ্যরূপী বিশ্বম্ভরকে গঙ্গদাসের পুত্র-নির্বিশেষে নিজ-সান্নিধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ—

শিষ্য দেখি' পরম-আনন্দে গঙ্গাদাস।
পুত্রপ্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ।।৩২।।

গঙ্গাদাস কৃত অর্থ একবার শ্রবণ-মাত্রেই বিশ্বম্ভরের অলৌকিক মেধা-বলে অনুধাবন—

যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন।।৩৩।।

সরস্বতী-পতির ''কর্তুমকর্তুমন্যথা''-শক্তি; ''হয় ব্যাখ্যা নয় ও নয় ব্যাখ্যা হয়'' করণ—

গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন।।৩৪।।

'মায়া-মানবক'-বটু শ্রীউপেন্দ্র স্বীয় পদের পাদত্রয় পরিমিত ভূমি প্রতিগ্রহ করিবার অভিলাষ করেন। মায়িক ত্রিগুণময়-সর্গে ভগবান্ বিষ্ণুর একপাদ-বিভূতি এবং মায়াতীত শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদ-বিভূতি অবস্থিত। 'কায়'-শব্দে স্থূলজগৎ, 'মনঃ'-শব্দেঃ সূক্ষ্মজগৎ এবং 'বাক্'-শব্দে 'বৈকুণ্ঠ' উদ্দিষ্ট। অতএব যাহা স্থূল এবং সূক্ষ্ম জগতের অতীতরাজ্যে অবস্থিত হইয়া অক্ষজ জ্ঞানাতীতা, সেই ত্রিপাদ-ভূমিই ভগবান্ শ্রীবামনদেব বলির নিকট যাচ্ঞা করেন। স্থূলজগৎ 'ভূর্লোক', সূক্ষ্মজগৎ 'ভুবর্লোক' এবং প্রকৃতির অতীত শব্দ বাচ্য বৈকুণ্ঠ-জগৎ 'স্বর্লোক,—এই ব্যাহৃতিত্রয়ে নির্দিষ্ট সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ শরণাগত হইয়াই ভগবান্ বিষ্ণুর অনুশীলন কর্তব্য। বহির্জগতে বিষ্ণুর উপলব্ধি নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেব' অবস্থিত। ভগবান্ শ্রীবামনদেব নিবেদিত বলি বা উপহার অর্থাৎ নৈবেদ্যই স্বীকার করেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার কনে না,—ইহাই শ্রীবামনাবতারের শিক্ষা। এজন্য শুদ্ধিকামীর আচমন-ক্রিয়ায় ''ওঁ'' তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্''—এই ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণ বিহিত হইয়াছে। জড়বিচারপর সৌরসম্প্রদায় উদয়াচল ও অস্তাচলকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুবস্তুকে সূর্যরূপে দর্শন করেন। ইহা প্রাকৃতবিচারপর জড়কালীয় ত্রিসন্ধ্যা-শব্দ-বাচ্য। চতুর্দশ ভুবনপতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ত্রিসর্গের আকরবস্তু হইয়াও প্রাকৃত-জগতে কখনও বা বামনরূপ, কখনও বা সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত স্বরূপ প্রদর্শন করেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ শিশুরূপী ব্রাহ্মণবটুর সজ্জায় ভিক্ষা-গ্রহণরূপ ত্রিবিক্রমাবতারলীলা প্রদর্শন করেন।।১৫।।

ব্রহ্মণ্য-তেজ,—ব্রহ্মবর্চস (ভাঃ ৮।১৮।১৮) দ্রষ্টব্য।

নরজ্ঞান .... মনে, —ভাঃ ৮।১৮।২২ দ্রষ্টব্য।।১৬।।

নিমাইর ব্যাখ্যা-খণ্ডনে সমগ্র সহাধ্যায়ীর অসামর্থ্য—

সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কারো শক্তি নাহি দিবারে দূষণ।।৩৫।।

নিমাইর অলৌকিক মেধা-দর্শনে হর্ষভরে গঙ্গাদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য-জ্ঞান—

দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্বশিষ্যশ্রেষ্ঠ করি' করিলা পূজিত।।৩৬।।

গঙ্গাদাসের অন্যান্য অন্তেবাসী সকলকেই নিমাইর পরাজয়—

যত পড়ে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে।
সবারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে।।৩৭।।

নিমাইর কতিপয় মুখ্য সহাধ্যায়ী—

শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত-নাম।
কৃষ্ণানন্দ-আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান।।৩৮।।

হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি,—উপনয়ন-কালে ব্রহ্মচারীর আচার্য-সমীপে সাবিত্রী-পঠন, ব্রহ্মসূত্র মেখলা, কৃষ্ণাজিন ও কৌপীনবস্ত্র-পরিধান এবং দণ্ড, ছত্র, কমণ্ডলু, কুশ, অক্ষমালা এবং ভিক্ষাপাত্র ('ঝুলি') ধারণ এবং মাতৃগণ সমীপে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। (ভাঃ ৮।১৮।১৪-১৭ শ্লোকে শ্রীবামনদেবের ন্যায়) শ্রীগৌরসুন্দরের উপনয়ন সংস্কারও যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

ব্রহ্মাণী,—সরস্বতী; রুদ্রাণী,—পার্বতী; মুনি-গৃহিণী,—অদিতি, অনসূয়া, অরুন্ধতী, দেবহূতি প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ।।

দান দেহ' .....পদদ্বন্দ্ব,—হে গৌরসুন্দর, হৃদয় বামন (ব্রাহ্মণবটুরূপী তোমার পাদপদ্ম প্রার্থনা করি; ভাঃ ৮ম স্কঃ ২২ অঃ বলির আত্মনিবেদন দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য।।২২।।

নায়ক,—অধিপতি; নিগূঢ়,—গুপ্ত অথবা সারমর্ম।

শ্রীগৌর-নারায়ণ—বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্, সুতরাং তিনিই সকলশাস্ত্র-প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যৈশ্বর্যের একমাত্র আধার, তথাপি লৌকিক-লীলার অভিনয়-কল্পে জড়-পণ্ডিত অনুচানমানিগণের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-দ্বারা বিচার-চেষ্টাকে গর্হণ ও নিষেধ করিয়া, যথার্থ পণ্ডিত বিদ্বান্ বা ভক্তের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি-মূলক বিচারের মহিমা প্রদর্শন করিবার জন্য, সান্দীপনিমুনির নিকট কৃষ্ণের অধ্যয়নের ন্যায়, ব্যাকরণাদি শব্দ-শাস্ত্র পড়িবার বাসনা করিলেন।।২৪।।

সমীহিত,—সম্যক্ চেষ্টা, ইচ্ছা, মন্তব্য, অভীষ্ট, মর্ম, তাৎপর্য।

চিত,—'চিত্ত'-শব্দের কোমল রূপ।।২৫।।

গঙ্গাদাস,—আদি ২য় অঃ ৯৯ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সান্দীপনি,—ভাঃ ১০।৪৫।৩১-৪৮ এবং বিঃ পুঃ ৫ম অং ২১শ অঃ ১৯-৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কশ্যপ-গোত্রীয় অবন্তীপুরবাসী মুনি। ইঁহার নিকট শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সাঙ্গোপনিষদ অখিল বেদ, স-রহস্য ধনুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসাদি, তর্কবিদ্যা, ষড়্বিধা রাজনীতি এবং চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সমস্ত বিদ্যা লাভ করিবার পর তাঁহারা গুরুদক্ষিণা-গ্রহণার্থ সান্দীপনি-মুনিকে স্বীকার করাইলেন। পত্নীর পরামর্শে মুনিবর স্বীয় দক্ষিণা-স্বরূপ প্রভাস-ক্ষেত্রে লবণ সমুদ্রে মৃত পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করায় শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণত সমুদ্রের মুখে শঙ্খরূপী পঞ্চজন্-নামক দৈত্যকর্তৃক গুরুপুত্রাপহরণবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া উহার বধসাধনপূর্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অস্থিজাত 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু গুরুপুত্রকে তথায় না পাইয়া বলরামের সহিত সংযমনী নাম্নী যমপুরীতে গমনপূর্বক শঙ্খ বাদন করিলেন। শঙ্খনিনাদ শ্রবণে যম আসিয়া তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিবার পর গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাহাকে গ্রহণপূর্বক পিতৃহস্তে প্রদান করিলেন।।২৬।।

ইঙ্গিত, গূঢ় অভিপ্রায়; সঙ্কেত, 'ঠার', 'ইসারা'।।২৮।।

প্রায়,—তুল্য। পাশ—'পার্শ্ব' শব্দজাত, নিকট।।৩২।।

সকৃৎ,—একবার। ধরেন,—উপলব্ধি বা অনুধাবনদ্বারা আয়ত্তীভূত করেন।।৩৩।।

দিবারে দূষণ,—দোষারোপ বা খণ্ডন করিতে।।৩৫।।

পূজিত,—পূজা, সম্মান।।৩৬।।

বয়োজ্যেষ্ঠ সকল সহাধ্যায়ীর পরাজয়-সাধন—

সবারে চালয়ে প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বোলে হাসিয়া।।৩৯।।

প্রত্যহ পাঠান্তে বয়স্যগণ-সহ নিমাইর গঙ্গাস্নান—

এইমত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া।
গঙ্গাস্নানে চলে নিজ-বয়স্য লইয়া।।৪০।।

নবদ্বীপস্থ অসংখ্য ছাত্রের পাঠান্তে গঙ্গাস্নান-রীতি—

পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ-পুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে।।৪১।।

বিভিন্ন অধ্যাপকের বিভিন্ন শিষ্যগণের মধ্যে বিবাদ—

একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যোঽন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ।।৪২।।

বাল্য-বয়সে চপল নিমাইর ছাত্রগণসহ শাস্ত্র-বিবাদ—

প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব-চঞ্চল।
পড়ুয়াগণের সহ করেন কোন্দল।।৪৩।।

ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পরের গুরুর মহিমায় দোষারোপ—

কেহ বোলে,—"তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি তা'র।"
কেহ বোলে,—"এই দেখ, আমি শিষ্য যা'র।।"৪৪।।

মুখামুখি হইতে হাতাহাতি—

এইমত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জল-ফেলাফেলি, তবে দেয় বালি।।৪৫।।

অতঃপরস্পর প্রহারারম্ভ—

তবে হয় মারামরি, যে যাহারে পারে।
কর্দম ফেলিয়া কা'রো গায়ে কেহ মারে।।৪৬।।

ফলে কেহ বা ধৃত, কেহ বা অপর তটে পলায়িত—

রাজার দোহাই দিয়া কেহ কা'রে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ওপারে।।৪৭।।

ছাত্রগণের কলহফলে গঙ্গাজলে পঙ্কিলতা-প্রকাশ—

এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া-সকল।
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল।।৪৮।।

পল্লী নারীগণের জলানয়নে ও ব্রাহ্মণাদির স্নানে অসুবিধা—

জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন।।৪৯।।

চপল নিমাইর প্রতিঘাটে গিয়া প্রত্যেক ছাত্রের সহ বিবাদ—

পরম-চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এইমত প্রভু প্রতি-ঘাটে ঘাটে যায়।।৫০।।

চালেন, চালয়ে,—(চল্-ধাতুর নিজন্ত-প্রয়োগ), 'নাচায়'; সঞ্চালিত, আন্দোলিত, মোহিত, অপ্রতিভ, পরাজয় বা খণ্ডন করেন।।৩৭।।

মুরারি-গুপ্ত—'চৈতন্যচরিত'-নামক সংস্কৃত মহাকাব্যের রচয়িতা; শ্রীহট্টে বৈদ্যকুলে প্রকটিত, পরে নবদ্বীপ-প্রবাসী, গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের ছাত্র (আদি ৮ম অঃ) বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারির সহিত নিমাইর কক্ষা-দান (আদি ১০ম অঃ), গয়া হইতে ফিরিয়া প্রভুর কৃষ্ণবিরহোত্থ ভক্তিমুদ্রা দর্শনে মুরারির হর্ষ, (মধ্য ১ম অঃ), মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহরূপ প্রদর্শন (মধ্য ৩য় অঃ, চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ, নিত্যানন্দ-গৌরের পরস্পর স্তুতি-শ্রবণে মুরারি সহাস্যে রহস্যোক্তি (মধ্য ৪র্থ অঃ), প্রতিরাত্রিতে শ্রীবাসাঙ্গনে প্রভুর কীর্তন সঙ্গী (মধ্য ৮ম অঃ), প্রভুর মহাপ্রকাশ-কালে মুরারির মূর্চ্ছা ও তৎপর প্রেমক্রন্দন ও প্রভুস্তুতি এবং প্রভুরও স্বভৃত্য মুরারি-স্তুতি (মধ্য ১০ম অঃ); মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের পরস্পর জলক্রীড়া (মধ্য ১৩শ অঃ); মহালক্ষ্মীবেশে প্রভুর নৃত্য, রাত্রিতে হরিদাস-সহ মুরারির ' কোটাল'-বেশে প্রভুর অভিনয়-ঘোষণা (মধ্য ১৮শ অঃ); একদিন মুরারি শ্রীবাস গৃহে উপবিষ্ট গৌর নিত্যানন্দ-দর্শনে প্রথমে গৌরকে, পরে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিলে 'তুমি ব্যবহার অতিক্রমপূর্বক প্রণাম করিয়াছ' বলিয়া মুরারির প্রতি প্রভুর অসন্তোষোক্তি এবং রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দতত্ত্ব কীর্তন, পরদিবস প্রাতে মুরারির প্রথমে নিত্যানন্দকে, পরে গৌরকে প্রণাম, তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুর মুরারিকে স্বীয় চর্বিত তাম্বূল-প্রসাদ প্রদান, প্রভুচ্ছিষ্ট তাম্বূল-প্রসাদে মুরারির প্রেম ও অপ্রাকৃত-বুদ্ধি, প্রভুর ঈশ্বরাবেশে মুরারির নিকট কাশীবাসী নির্বিশেষবাদী একদণ্ডী প্রকাশানন্দের প্রতি ক্রোধোক্তি ও তৎপ্রসঙ্গে স্বীয় বাস্তব নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যসত্যত্ব কীর্তন, মুরারিকে বর-দান, প্রভুর উদ্দেশ্যে মুরারির ঘৃত-সিক্ত অন্ন নিবেদন, পরদিন প্রাতেঃ গুরুভোজন-ফলে প্রভুর অজীর্ণ-লীলাভিনয় দেখাইয়া মুরারি-সমীপে চিকিৎসার্থ আগমন ও মুরারির জলপাত্রস্থিত

প্রতিঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি-ঠাঞি ঠাঞি।।৫১।।
প্রতিঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি'।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি'।।৫২।।

বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ ছাত্রগণ-কর্তৃক কলহ-কারণ-জিজ্ঞাসা—

যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
তা'রা বোলে,—"কলহ করহ কি কারণ?"৫৩।।

পঞ্জীবৃত্তির তাৎপর্য-জিজ্ঞাসা দ্বারা বিবাদকারিগণের মেধা-পরীক্ষা—

জিজ্ঞাসা করহ,—'বুঝি কা'র কোন্ বুদ্ধি।
বৃত্তি-পঞ্জি-টীকার, কে জানে, দেখি, শুদ্ধি।।'৫৪।।

নিমাইর উত্তর-প্রদানে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য—

প্রভু বোলে,—'ভাল ভাল, এই কথা হয়।
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয়।।'৫৫।।

নিমাইর গর্বে অন্য ছাত্রগণের অসহিষ্ণুতা; নিমাইর স্ব-ক্ষমতায় অচল বিশ্বাস-হেতু নির্ভীক উক্তি—

কেহ বোলে,—'এত কেনে কর অহঙ্কার?'
প্রভু বোলে,—'জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার।।'৫৬।।

ধাতুসূত্র-ব্যাখ্যানার্থ অনুরুদ্ধ নিমাইর ব্যাখ্যানারম্ভ—

'ধাতুসূত্র বাখানহ'—বোলে সে পড়ুয়া।
প্রভু বোলে,—'বাখানি যে, শুন মন দিয়া।।'৫৭।।

সর্বশক্তিমান্ বিশ্বম্ভরের অপূর্ব ব্যাখ্যান—

সর্বশক্তিসমন্বিত প্রভু ভগবান্।
করিলেন সূত্র-ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ।।৫৮।।

ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলের স্তুতি, পুনর্বার নিমাইর তৎখণ্ডন—

ব্যাখ্যা শুনি' সবে বোলে প্রশংসা-বচন।
প্রভু বোলে,—'এবে শুন, করি যে খণ্ডন।।'৫৯।।

জল-পান ও আরোগ্যলাভ-লীলাভিনয়; অন্য একদিন শ্রীবাসগৃহে প্রভুর চতুর্ভুজরূপ-ধারণ, মুরারির গরুড়ভাব ও প্রভুর তৎস্কন্ধে আরোহণ, প্রভুর অপ্রকটে তদীয় বিরহ অসহ্য হইবে, ভাবিয়া প্রভুর প্রকটকালেই মুরারির দেহত্যাগ-সঙ্কল্প এবং অন্তর্যামি-প্রভুরও তাঁহার সঙ্কল্প-নিবারণইত্যাদি প্রসঙ্গ (মধ্য ২০শ অধঃ, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণ-সহ প্রভুর নিশায় নগরকীর্তন, শ্রীধরগৃহে জলপান-দর্শনে মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন (মধ্য ২৩শ অঃ), প্রভুর সন্ন্যাসান্তে অদ্বৈতগৃহে আগমন শ্রবণে শচীসহ মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের তথায় গমন (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পঃ ১৫৩), প্রতিবর্ষে প্রভুদর্শনার্থ মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের পুরী গমন (চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ পঃ ৮৬, মধ্য ১৬শ পঃ ১৬, অন্ত্য ১০ ম পঃ ৯, ১২১, ১৪০, ১২শ পঃ ১৩), একদিন প্রভুর আদেশে মুরারির রাঘবস্তুতি-সূচক অষ্টশ্লোক পাঠ, প্রভুর বর দান (অন্ত্য ৪র্থ অঃ), নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি (অন্ত্য ৯ম অঃ); মুরারির দৈন্যোক্তি ও প্রভুকৃপা লাভ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭শ পঃ ৭৭-৭৮, মধ্য ১১শ পঃ ১৫২-১৫৮), মুরারির শ্রীরামনিষ্ঠা-দর্শনে তাঁহার যথার্থ 'রামদাস'-আখ্যা-প্রাপ্তি (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ ৬৯, মধ্য ১৫শ পঃ ২১৯), প্রভুর দাক্ষিণাত্যসঙ্গী কালাকৃষ্ণদাসের নবদ্বীপে আগমন শ্রবণে তৎসহ সাক্ষাৎকার (চৈঃ চঃ মধ্য ১০ ম পঃ ৮১), রথাগ্রে কীর্তন (চৈঃ চঃ ১৩শ পঃ ৪০) সনাতন-সহ মিলন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১০৮, ৭ম পঃ ৪৭), নবদ্বীপে জগদানন্দ-সহ মিলন (চৈঃ চঃ অন্ত ১২শ পঃ ৯৮ সংখ্যা) প্রভৃতি বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।।৩৯।।

প্রথম বয়স,---বাল্যে, শৈশবে।।৪৩।।

বৃত্তি, পঞ্জী, টীকা,---'বৃত্তি' শব্দে কারিকা বা সংক্ষেপে শ্লোক-বিবৃতি,---"কারিকা যাতনা-বৃত্ত্যোঃ" ইত্যমরঃ, এবং "সংক্ষেপেণ শ্লোকৈর্বিবরণং বৃত্তিঃ" ইত্যমরটীকায়াম্।। "টীকা নিরন্তর-ব্যাখ্যা, পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা" ইতি হেমচন্দ্রঃ, অর্থাৎ যাহাতে নিরন্তর ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম 'টীকা' এবং যাহাতে নিরন্তর পদবিভাগ আছে, তাহার নাম 'পঞ্জী' ('পঞ্জি'---বাহুলকাৎ ঙীপ্) বা পঞ্জিকা। "টীকা বিবরণ গ্রন্থঃ" ইত্যমরঃ। পূর্বে কায়স্থগণই পঞ্জিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন,---"অথ কায়স্থঃ করণঃ পঞ্জিকারকঃ" (---জটাধরঃ)। সর্ববর্মা-কৃত কলাপ-ব্যাকরণের দুর্গাসিংহ-কৃত বৃত্তি ও টীকা, ত্রিলোচন দাস-কৃত পঞ্জী, সুষেণ বিদ্যাভূষণ আচার্যকৃত টীকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধা। গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাই প্রমুখ ছাত্রগণকে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন।

শুদ্ধি, শুদ্ধস্বরূপ, প্রকৃত তথ্য, তাৎপর্য, মর্ম, তত্ত্ব।।৫৪।।

সর্ববিধ ব্যাখ্যা-খণ্ডন, সকলকে তৎপুনঃ স্থাপনে আহ্বান—

যত ব্যাখ্যা কৈলা, তাহা দূষিলা সকল।
প্রভু বোলে,—'স্থাপ' এবে কার আছে বল?'৬০।।

তৎশ্রবণে সকলের বিস্ময়, নিমাই-কর্তৃক খণ্ডিত ব্যাখ্যার পুনঃস্থাপন ও নির্দোষ-ব্যাখ্যা—

চমৎকার সবেই ভাবেন মনে-মনে।
প্রভু বোলে—'শুন, এবে করিয়ে স্থাপনে।।'৬১।।
পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব-মতে সুন্দর, কোথাও নাহি মন্দ।।৬২।।

প্রধান ছাত্রগণের হর্ষভরে নিমাইকে আলিঙ্গন—

যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন।।৬৩।।

ছাত্রগণের পরদিবস পুনর্বার প্রশ্নান্তে তদুত্তর-প্রার্থনা—

পড়ুয়া সকল বোলে,—"আজি ঘরে যাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি, তাহা বলিবারে চাহ।।"৬৪।।

প্রত্যহ নিমাইর গঙ্গায় বিদ্যা-বিলাস-লীলা—

এইমত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যা-রসে খেলা খেলে।।৬৫।।

নিমাইর বিদ্যা-বিলাসের সাহায্যার্থ সশিষ্য বৃহস্পতির নবদ্বীপে আবির্ভাব—

এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্বজ্ঞ বৃহস্পতি।
শিষ্য-সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি।।৬৬।।

বালকগণসহ জলক্রীড়োপলক্ষে গঙ্গার পরপারে গমন—

জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ-সঙ্গে।
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ওপারে যায় রঙ্গে।।৬৭।।

দ্বাপরে কৃষ্ণপ্রিয়া যমুনার সৌভাগ্য-দর্শনে গঙ্গারও তদ্রূপ স্ব-সৌভাগ্য-কামনা—

বহু মনোরথ পূর্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি' কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার।।৬৮।।
"কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।"
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য।।৬৯।।

ব্রহ্ম-রুদ্র-স্তুতা হইয়াও গঙ্গার যমুনা-সৌভাগ্য বাঞ্ছা—

যদ্যপিহ গঙ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা।
তথাপিহ যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা।।৭০।।

কলিতে ভক্তবাঞ্ছা-পূরক বিশ্বম্ভরের প্রত্যহ ক্রীড়া-দ্বারা গঙ্গার বাঞ্ছা-পূরণ—

বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর।।৭১।।

গঙ্গাজলে ক্রীড়ান্তে গৃহে প্রত্যাগমন—

করি' বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে।।৭২।।

জগদ্গুরু গৌর-বিষ্ণুর লোকশিক্ষার্থ যথাবিধি বিষ্ণু ও তদীয়-পূজন—

যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন।।৭৩।।

নবদ্বীপ-নগরে তৎকালে বহু বিদ্যালয় ছিল, অসংখ্য ছাত্র নানাদেশ হইতে আসিয়া তথায় বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তৎকালে নবদ্বীপ-নগরের সীমা উত্তর-পূর্বাংশে 'দ্বীপচন্দ্রপুর' পর্যন্ত ছিল।।৪১।।

গঙ্গার ওপারে,---বর্তমান সহর-নবদ্বীপ কুলিয়া ও রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামে।।৪৭।।

প্রতিঘাটে,---আপনার ঘাট, বারকোণা ঘাট, মাধাইর ঘাট, নগরিয়া ঘাট প্রভৃতি ঘাটে।।৫০।।

প্রামাণিক,---বিজ্ঞ, প্রবীণ, প্রধান, কুশল।।৫৩।।

প্রমাণ,---(বিণ) প্রমাণ-সিদ্ধ, বিশ্বাস্য।।৫৮।।

মন্দ,---'খুঁৎ', ছিদ্র, দোষ।।৬২।।

সর্বজ্ঞ,---আদি-বিষ্ণুস্বামীর নামান্তর। তিনি পাণ্ড্যদেশে চন্দনবন-কল্যাণপুরে আবির্ভূত হন। বর্তমান কলিযুগে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্মে সর্বাগ্রে তাঁহারই প্রথম স্থান। তিনি বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে সুন্দরাচলে লইয়া যান। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে বিজয়পাণ্ড্য আবির্ভূত হন। শ্রীপুরুষোত্তম বিজয় করিবার পর পাণ্ড্যরাজ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বৌদ্ধগণ পুনরায়

ভোজনান্তে নিমাইর নির্জনে পাঠাভ্যাস—

ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জনে।।৭৪।।

একাগ্রতা দেখাইয়া স্বয়ং কলাপব্যাকরণ-সূত্রের টিপ্পনী-রচন—

আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তক-রসে সর্বদেব-মণি।।৭৫।।

পুত্রের পাঠাভ্যাসে মনোযোগ-দর্শনে মিশ্রের হর্ষ বিহ্বলতা—

দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র-মহাশয়।
রাত্রি দিনে হরিষে কিছুই না জানয়।।৭৬।।

পুত্রমুখ দর্শনে মিশ্রের অলৌকিক হর্ষ—

দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্র-মুখ।
নিতি-নিতি পায় অনির্বচনীয় সুখ।।৭৭।।

সেব্য-পুত্রের রূপ-দর্শনে সেবক-পিতার সান্দ্রসেবানন্দ-সুখ তন্ময়তা—

যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান।
'সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান!'৭৮।।

বস্তুতঃ মিশ্রের সাযুজ্য-মুক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা ও ফল্গু-বুদ্ধি—

সাযুজ্য বা কোন্ ঔপাধিক সুখ তা'নে।
সাযুজ্যাদি-সুখ মিশ্র অল্প করি' মানে।।৭৯।।

গ্রন্থকারের ভগবদ্বিশ্বম্ভরপিতা মিশ্রকে বন্দনা—

জগন্নাথ মিশ্র-পা'য় বহু নমস্কার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যাঁর।।৮০।।

সেব্য-পুত্রদর্শনে সেবক পিতার আনন্দ-সমুদ্রে মজ্জন—

এইমত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্ররে।
নিরবধি ভাসে বিপ্র আনন্দ-সাগরে।।৮১।।

শ্রীজগন্নাথ-দেবকে নীলাচলে লইয়া যায়। কয়েক শতাব্দী পরে সুন্দর-পাণ্ড্যের রাজ্যাধিকার-কালে পুনরায় উত্তরদেশ-বিজয়ে আগমন সময়ে পূর্বস্মৃতিক্রমে যে-স্থলে শ্রীজগন্নাথ-দেবকে আনয়ন করা হয়, সেই সুন্দরাচল-নামে বৃক্ষবাটিকাই পরবর্তিকালে গুণ্ডিচানামে খ্যাতি লাভ করে। এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্বে শ্রীশঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদাচার্য ছত্রভোগ নামক স্থানে মঠ নির্মাণ করেন। পরে উহা শ্রীরামানুজাচার্যদ্বারা সমুদ্রতীরে স্থানান্তরিত হয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে 'সংক্ষেপ শারীরক' নামে একখানি গ্রন্থ আছে; উহা 'সর্বজ্ঞাত্ম-মুনি'-কর্তৃক রচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত। এই সর্বজ্ঞাত্ম-মুনি কখনও বৈষ্ণবাচার্য সর্বজ্ঞ-মুনি নহেন। সর্বজ্ঞ-মুনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদের আদি-প্রবর্তক। জৈন-সম্প্রদায়েও অপর একটী সর্বজ্ঞের কথা প্রচারিত আছে। সর্বজ্ঞ সম্প্রদায়ে বৃহস্পতি প্রভৃতি অনেকগুলি অধস্তন শিষ্য হইয়াছিলেন।।৬৬।।

গঙ্গার ওপার,---কুলিয়া অর্থাৎ বর্তমান নবদ্বীপ-সহর।।

সূত্রের টিপ্পনী,---সর্বকর্মা-কৃত কাতন্ত্র-সূত্রের টীকার টীকা। সর্বদেবমণি,---সর্বেশ্বরেশ্বর।।৭৫।।

নিতিনিতি,---নিত্যই, প্রত্যহই।।৭৭।।

সশরীরে সাযুজ্য,--মায়াবদ্ধ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ দেহ অর্থাৎ উপাধিদ্বয় রহিত হইলেই ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি বা সুষুপ্তি দশা-লাভ ঘটে,—ইহাই কেবলাদ্বৈতবাদী জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু মায়াতীত অপ্রাকৃত ধাম গোলোকে বৎসলরসের আশ্রয়বিগ্রহ বসুদেবাভিন্ন জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রজ্ঞানে স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরের রূপ-দর্শনে একান্ত তন্ময়তা বা তদ্‌গতচিত্ততা লাভ করিয়া সেবানন্দ সাগরে এতই নিমগ্ন থাকিলেন যে, বহির্দর্শনে ভেদবাদী সাধারণ লোকে তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব না জানিয়া তাহাদেরই ন্যায় একজন বদ্ধজীবজ্ঞানে ব্রহ্মসাযুজ্য বা সুষুপ্তি-দশাকেই বহুমাননপূর্বক মনে করিত,---তিনি যেন স্থূল ও লিঙ্গ-দেহের সহিতই সাযুজ্যমুক্তি অর্থাৎ সুষুপ্তি-দশা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ২৬৮)---"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।।" (ঐ মধ্য ৯ম পঃ ২৬৭)---"পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। 'ফল্গু' করি' মুক্তি দেখে নরকের সম।।" ভা ৫।১৪।৪৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবকর্তৃক ঋষভ-তনয় ভরতের শুদ্ধ-ভগদ্ভক্তি-বর্ণন-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শুদ্ধদ্বৈত-বিচারে সাযুজ্য-মুক্তির কথা উল্লিখিত আছে। সেব্য শ্রীভগবানের সহিত সেবকবস্তু যুক্ত না হইলে সেব্যসেবক-ভাবের সম্ভাবনা নাই,---এই অর্থেই বিষ্ণুঙ্ঘ্রিলাভের 'সাযুজ্য' কথিত হইয়াছে। সেস্থলে 'সাযুজ্য' শব্দে 'কৈবল্য' বা নির্বাণ-মুক্তি উদ্দিষ্ট হয় নাই।।৭৮।।

সৌন্দর্যে কামকোটি গৌর-রূপ-বর্ণন—

কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান্।
প্রতি-অঙ্গে-অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম।।৮২।।

অপ্রাকৃত-স্নেহবৎসল মিশ্রের মর্ত্যাভিমানে পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কা—

ইহা দেখি' মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে।
'ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে।।'৮৩।।

বিঘ্ননাশার্থ মিশ্র-কর্তৃক পুত্রকে কৃষ্ণের নিকট সমর্পণ-ফলে নিমাইর হাস্য—

ভয়ে মিশ্র পুত্রে সমর্পয়ে কৃষ্ণ-স্থানে।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি' শুনে।।৮৪।।

পুত্র-রক্ষণার্থ কৃষ্ণ-সমীপে মিশ্রের প্রার্থনা—

মিশ্র বোলে,—'কৃষ্ণ, তুমি রক্ষিতা সবার।
পুত্রপ্রতি শুভদৃষ্টি করিবা আমার।।৮৫।।

কৃষ্ণপদ-স্মরণকারীর আধিভৌতিকাদি বিঘ্ননাশ—

যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহান মন্দিরে।।৮৬।।

কৃষ্ণস্মৃতিশূন্য স্থানেই বিঘ্নাধিষ্ঠান—

তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান।
তথায় ডাকিনী-ভূত-প্রেত-অধিষ্ঠান।।'৮৭।।

তথাহি (ভাঃ ১০।৬।৩)—

ভগবচ্ছ্রবণকীর্তনাদি-বর্জিত স্থানেই বিঘ্নকারক অপদেবতাধিষ্ঠান—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্মসু।
কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি।।৮৮।।

কৃষ্ণের একান্ত শরণাপত্তি—

'আমি তোর দাস, প্রভু, যতেক আমার।
রাখিবা আপনে তুমি, সকল তোমার।।৮৯।।

কোন,---কিসের (তুচ্ছার্থে)। তা'নে,---তাঁহার নিকট বা তাঁহার পক্ষে।

ঔপাধিক সুখ,---স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বারা স্থূলজগতে ও মনোময় রাজ্যে নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলক যে অনিত্য বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-জনিত সুখোদয় হয়, তাহা আত্মারামদিগের নিরুপাধি গৌরকৃষ্ণ-সেবা সুখ নহে।

অল্প,---ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ফল্গু; চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ ৪৩ ও ৭ ম পঃ ৮৫, ৯৭-৯৮---"কৃষ্ণদাসাভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তা'র এক বিন্দু।।......পঞ্চম পুরুষার্থ---প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু। ব্রহ্মাদি আনন্দ যাঁর নহে এক বিন্দু।। কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তাঁ'র আগে খাতোদক-সম।।" শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪ অঃ ৩৬ শ্লোক--- "ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো।।" ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব লঃ শুদ্ধ ভক্তিমাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে--- "মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ। পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ।।" "ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি।।" শ্রীধরকৃত ভাবার্থদীপিকা টীকায়---"ত্বৎকথামৃত পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্।।" "তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমণ্বীমনিচ্ছতঃ। ভক্তিহৃতমনঃপ্রাণান্ প্রেম্ণা তান্ কুরুতে জনান্।।" "শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-সেবা-নির্বৃতচেতসাম্। এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ।।" এবং ভাঃ ৩।৪। ১৫; ৩।২৫।৩৪, ৩৬; ৪।৯।১০; ৪।২০।২৫; ৫।১৪।৪৩; ৬।১১।২৫; ৬।১৭।২৮; ৭।৬।২৫; ৭।৮।৪২; ৮।৩।২০; ৯।২১।১২; ১০।১৬।৩৭; ১১।১৪।১৪; ১১।২০।৩৪ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৭৯।।

মিশ্রচন্দ্র,---কুলোপাধি বা নামের পশ্চাৎ সাধারণতঃ আদরার্থে চন্দ্র-শব্দটী ব্যবহৃত হয়।

ডাকিনী,---[ডাক অর্থাৎ রুদ্রানুচর পিশাচ---হনন (স্ত্রীলিঙ্গে) ঈপ্] 'ডাইন', ভদ্রকালীর গণ, পিশাচী মায়াবিনী, কুহকিনী।

দানব, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী, প্রজাপতি দক্ষের কন্যা দনুর গর্ভজাত সন্তান, দনুজ।

বল করে,---বল বা প্রভাব বিস্তার করে।।৮৩।।

আড়ে,---আড়ালে, 'অন্তরালে'-শব্দের অপভ্রংশ।।৮৪।।

রক্ষিতা,---রক্ষিতৃ-শব্দ, রক্ষাকর্তা, ত্রাতা।।৮৫।।

পুত্রের বিঘ্ন-রাহিত্য-প্রার্থনা—

অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট।।'৯০।।

সেব্যপুত্রের হিতার্থ বাৎসল্য রসাশ্রয় বিগ্রহ মিশ্রের নিষ্কাম-প্রার্থনা—

এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
একচিত্তে বর মাগে তুলি' দুই হাত।।৯১।।

একদিন স্বপ্নদর্শনে মিশ্রের হর্ষে বিষাদ—

দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি' মিশ্রবর।
হরিষে বিষাদ বড় হইল অন্তর।।৯২।।

গোবিন্দ-সমীপে নিমাইর গৃহস্থ-লীলায় অবস্থান-প্রার্থনা—

স্বপ্ন দেখি' স্তব পড়ি' দণ্ডবৎ করে।
"হে গোবিন্দ, নিমাঞি রহুক মোর ঘরে।।৯৩।।
সবে এই বর, কৃষ্ণ, মাগি তোর ঠাঞি।
'গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি'।।"৯৪।।

মিশ্রের বরযাচ্ঞায় সবিস্ময়ে শচীর তৎকারণ জিজ্ঞাসা—

শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
"এ সকল বর কেনে মাগ' আচম্বিত?"৯৫।।

পত্নীসমীপে মিশ্র-কর্তৃক নিমাইর ভাবিসন্ন্যাস-বর্ণন—

মিশ্র বোলে,—"আজি মুই দেখিলুঁ স্বপন।
নিমাঞি কর্য্যাছে যেন শিখার মুণ্ডন।।৯৬।।

বিষ্ণুস্মৃতিবিহীন স্থানগুলিই পাপস্থান নামে অভিহিত।

সেই স্থানই অবর-যোনিপ্রাপ্ত ভূত-প্রেত-ডাকিনী প্রভৃতির বসতি-স্থল। ভগবদ্ভক্তগণই দেবতা। তাঁহাদের ভগবৎস্মৃতিপূর্ণ অবস্থিতি-ক্ষেত্রেই পুণ্যময় স্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত। (ভাঃ ১০।২।৩৩)—"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো।।" (ভাঃ ১১।৪।১০)—"ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে। নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্ন-মূর্দ্ধ্নি।।" (ভাঃ ৩।২২।৩৭)—"শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ। ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্।।" (গারুড়ে) "ন চ দুর্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ। হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে।।" (বৃহন্নারদীয়ে)—"যত্র পূজা-পরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে। রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি।। প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা। ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চকম্।।" —(ভক্তিসন্দর্ভে ১২২ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।।৮৬-৮৭।।

ভয়ঙ্করী বালঘাতিনী পূতনা কংসকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া গ্রামে গ্রামে শিশুহত্যা করিয়া বেড়াইতেছে, শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শঙ্কাকুলচিত্ত রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব অভয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—

অন্বয়। স্বকর্মসু (যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানেষু প্রবর্তমানাঃ) যত্র (পুরাদিষু) সাত্বতাং (ভক্তানাং বৈষ্ণবানাং) ভর্তুঃ (পালকস্য রক্ষকস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ) রক্ষোঘ্নানি (রক্ষাংসি বিঘ্নান্ ইত্যর্থঃ ঘ্নন্তি বিনাশয়ন্তি যানি তানি) শ্রবণাদীনি (শ্রবণ কীর্তনাদি মুখ্য-ভক্ত্যঙ্গানি ন কুর্বন্তি, তত্র (তস্মিন্ কৃষ্ণ-বর্জিত-স্থানে) হি (এব) যাতুধান্যঃ চ (রাক্ষস্যঃ প্রভবন্তি চ ইতি শেষঃ)।।৮৮।।

অনুবাদ। যজ্ঞাদি স্ব-স্ব-কর্মানুষ্ঠানাদিতে প্রবৃত্ত জনগণ যে-স্থানে ভক্তপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষঃ প্রভৃতি বিঘ্নবিনাশক শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করে না, সে স্থানেই রাক্ষসীগণ প্রভাব বিস্তার করে।।৮৮।।

তথ্য। "শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমান রাজা-পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেব 'পূতনা অবিষয়ে প্রবৃত্তা হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে' ইহা বলিতে গিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি (ভক্তির অনুষ্ঠান) নাই, সেই স্থানেই উহাদের শক্তি (লক্ষিত বা বিদ্যমান); পরন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ বর্তমান থাকিলে আর ভয় কি?—ইহাই ভাবার্থ।" (শ্রীধর)

'পূতনা শিশুহত্যা করিয়া বেড়াইতেছে,—ইহা শুনিয়া যদি আশঙ্কা হয়,—আহা, শ্রীনন্দ-ব্রজবালকগণের তৎকালে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব এই শ্লোক বলিতেছেন। যজ্ঞাদি স্বকর্মসমূহে মিশ্রভাবেও যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি করা যায়, তাহা হইলেও রাক্ষসী প্রভৃতি প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে না; আর প্রধানভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি করিলে ত' আদৌ পারে না; 'সাত্বত অর্থাৎ ভক্তগণের পতির' এই বাক্যে ভগবানের নিজনাম-শ্রবণকীর্তনাদি প্রভাবে ত' কথাই

সন্ন্যাসি বেষী নিমাইর পরমৈশ্বর্য-বর্ণন—

অদ্ভুত সন্ন্যাসি-বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে 'কৃষ্ণ' বলি' সর্ব্বদায়।।৯৭।।

তদবস্থ নিমাইর চতুর্দিকে অদ্বৈতাদি ভক্তগণের কীর্তন-দর্শন—

অদ্বৈত-আচার্য-আদি যত ভক্তগণ।
নিমাঞি বেড়িয়া সবে করেন কীর্তন।।৯৮।।

বিষ্ণু-সিংহাসনে নিমাইর উপবেশন ও মহৈশ্বর্য-দর্শন—

কখনো নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ তুলিয়া দেয় সবার মাথায়।।৯৯।।

ব্রহ্মরুদ্রাদি-কর্তৃক বিশ্বম্ভর-স্তব দর্শন—

চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রবদন।
সবেই গায়েন,—'জয় শ্রীশচীনন্দন'।।১০০।।

অপ্রাকৃত শুদ্ধবাৎসল্য-বিগ্রহ মিশ্রের পুত্রের পরমৈশ্বর্য-দর্শনে ভয় ও বিস্ময়—

মহানন্দে চতুর্দিকে সব স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি স্ফুরে।।১০১।।

অসংখ্য ভক্তসহ নর্তনরত নিমাইর নগর-সংকীর্তন-দর্শন—

কতক্ষণে দেখি,—কোটি কোটি লোক লৈয়া।
নিমাই বুলেন প্রতিনগরে নাচিয়া।।১০২।।

অসংখ্য ভক্তের ব্রহ্মাণ্ডভেদী হরিধ্বনি—

লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সবে হরিধ্বনি গায়।।১০৩।।

সর্বত্র বিশ্বম্ভর-স্তুতি-ধ্বনি-শ্রবণ; ভক্তগণ-সহ নীলাচলে গমন-দর্শন—

চতুর্দিকে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব-ভক্তের সংহতি।।১০৪।।

স্বপ্নদর্শনে পুত্রের ভাবি-সন্ন্যাস-স্মরণে মিশ্রের দুশ্চিন্তা—

এই স্বপ্ন দেখি' চিন্তা পাঙ সর্বথায়।
'বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়'।।১০৫।।

পতিকে শচীর আশ্বাস-প্রদান—

শচী বোলে,—'স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি।
চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাঞি।।১০৬।।

নাই, ভক্তগণেরও নাম-শ্রবণ-কীর্তনাদি-প্রভাবে রাক্ষসাদি বিনষ্ট হয়। ভগবন্নাম শ্রবণকীর্তন বর্জিত স্থানেই উহারা প্রভুত্ব লাভ করে।' অথবা শ্লোকটীর এইরূপ অর্থও হইতে পারে,---

'এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে,---তাহা হইলে তৎকালে সকল শিশুই কি পূতনা কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল?' তদুত্তরে শ্রীশুকদেব এই শ্লোক বলিতেছেন। 'এস্থলে পূর্ববৎ অর্থ করিতে হইবে। তৎকালে কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনকারী শিশুগণ ব্যতীত অন্য যে সকল ভগবদ্বিমুখ কংসপক্ষীয় বালক ছিল, শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে সেই পূতনা-দ্বারাই হত্যা করাইয়াছিলেন,---ইহাই ভাবার্থ। এতদ্দ্বারা কংসের মূঢ়তাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে যে সেই সাক্ষাদ্ভগবানের অধিষ্ঠান সত্ত্বেও ব্রজে তাদৃশী দুষ্টা পূতনার আগমন এবং তাদৃশ উৎপাত করিয়াছিল, তাহা নিখিল-লোকানন্দক শ্রীভগবল্লীলা-সম্পদের নিমিত্ত এবং স্বীয় জননী প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের নিজ-বিষয়ক প্রেমবিশেষের বর্ধন নিমিত্ত ভগবানের স্বরসবর্ধিনী লীলা-শক্তি-দ্বারাই সম্পাদিত হয়---ইহাই ভাবার্থ। এস্থলে লীলা-শব্দে বৈকুণ্ঠে মুখ্যা-শক্তিত্রয়ের অন্যতমা এবং বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় বৃন্দারূপেই তাঁহাকে জানিতে হইবে।' (শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী')।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমান পরীক্ষিৎ-রাজাকে শ্রীশুকদেব 'পূতনা অবিষয়ে প্রবৃত্তা হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে' ইহা বলিতে গিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। দৃষ্ট ও অদৃষ্টফল স্ব-স্ব-কর্মসমূহে প্রবৃত্ত জনগণ যে সকল পুর-গ্রামাদিতে সাত্বত-পতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি করে না, সেই সকল স্থানেই রাক্ষসীগণ প্রভুত্ব বিস্তার করে। যে স্থানে প্রধানভাবেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীর্তনাদি করা যায়, সেইস্থলে ত' উহারা অত্যাচার করিবেই না; আর যে স্থানে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীর্তনাদিই করা যায়, অন্য কোন কর্ম করা হয় না, সেই স্থানে উহাদের অত্যাচার নিতান্ত অসম্ভব; আর যে-স্থানে সাক্ষাদ্ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইয়া বিরাজমান, সেস্থান সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? (শ্রীচক্রবর্তিকৃত সারার্থদর্শিনী)।।৮৮।।

সঙ্কট, [সম্+কট্ (আবরণে)+অ], দুঃখ, কষ্ট।।৯০।।

আচম্বিত,---সংস্কৃত 'অসম্ভাবিত' হইতে হিন্দী 'আচম্ভাশব্দ', তাহা হইতে 'আচম্বিৎ', অকস্মাৎ, হঠাৎ।।৯৫।।

পতি-সমীপে পুত্রের বিদ্যা বিলাসাসক্তি-বর্ণন—

পুঁথি ছাড়ি' নিমাঞি না জানে কোন কর্ম।
বিদ্যা-রস তা'র হইয়াছে সর্বধর্ম।।''১০৭।।

পুত্রস্নেহমুগ্ধ বিপ্র-দম্পতির পুত্র-সম্বন্ধে পরস্পর বিবিধ আলাপ—

এইমত পরম উদার দুই জন।
নানা কথা কহে, পুত্র-স্নেহের কারণ।।১০৮।।

শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবাভিন্ন মিশ্রের অন্তর্ধান—

হেনমতে কত দিন থাকি' মিশ্রবর।
অন্তর্ধান হৈলা নিত্যশুদ্ধ-কলেবর।।১০৯।।

দশরথান্তর্ধানে শ্রীরামের ন্যায় পিতৃরূপী ভক্তবরের বিরহে ভগবানের ক্রন্দন-লীলা—

মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ-বিজয়ে যেহেন রঘুবর।।১১০।।

ভগবদ্গৌরেচ্ছায় শচীর জীবন-ধারণ—

দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈলা আইর জীবন।।১১১।।

মিশ্র-নির্যাণে শ্রোতা ও কথক উভয়ের দুঃখভার-লাঘবার্থ সংক্ষেপে মিশ্র-প্রয়াণ-বর্ণন—

দুঃখ বড়,—এ সকল বিস্তার করিতে।
দুঃখ হয়,—অতএব কহিলুঁ সংক্ষেপে।।১১২।।

সমাতৃক নিমাইর পিতৃশোক-সম্বরণ—

হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা' সম্বরি'।।১১৩।।

পিতৃহীন-পুত্র-বৎসলা শচী-মাতা—

পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র-সেবা বই আর কার্য নাই।।১১৪।।

শিখার মুণ্ডন, একদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ অগ্নিতে যজ্ঞসূত্র প্রক্ষেপণ ও স্বীয় শিখা-মুণ্ডন করিয়া থাকেন। ইহা পূর্বাচরিত বৌদ্ধ শ্রমণগণের অনুগমনে তাৎকালিক সন্ন্যাসরীতিমাত্র। বৈদিক-সন্ন্যাসিগণ চিরকালই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ও শিখাসূত্র সংরক্ষণ করেন। বৌদ্ধ-বিচারক্রমে শিখা-সূত্র পরিহার করিয়াও একদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ প্রায়ই 'বৈদিক সন্ন্যাসী' বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন। অবশ্য পরমহংস অবস্থায় কাষায় বসন ও শিখা-সূত্রাদি -সংরক্ষণের আবশ্যকতা না থাকিলেও কুটীচকাদি সন্ন্যাসাবস্থায় পারমহংস্য-বেষ-গ্রহণ নিষিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে উত্তর-ভারতে শঙ্করাচার্যের অনুগত একদণ্ডিগণের প্রবল আধিপত্য ছিল। সাধারণ্যে তাৎকালিক প্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী শিখা-মুণ্ডনই সন্ন্যাসাশ্রমের লক্ষণরূপে গৃহীত ও নির্দিষ্ট হইত।।৯৬।।

চতুর্মুখ,—ব্রহ্মা; পঞ্চমুখ,—শিব; সহস্রবদন,—শ্রীশেষ, বা অনন্ত।।১০০।।

বিরক্ত,—বিরাগী, সন্ন্যাসী, ত্যাগী; বাহিরায়,—গৃহ হইতে বহির্গত বা বাহির হইয়া যায় অর্থাৎ গৃহত্যাগ করে বা সন্ন্যাস গ্রহণ করে।।১০৫।।

গোসাঞি,—এস্থলে বৈষ্ণব-পতিকে সম্বোধন করিয়া ব্যবহৃত, আর্যপুত্র।।১০৬।।

জগন্নাথ-মিশ্রের কলেবর মায়িক গুণত্রয় জাত অশুদ্ধ বা অনিত্য নহে। তিনি ত্রিগুণাতীত সাক্ষাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবতত্ত্ব; তাঁহাতেই শ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্য আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ৪।৩।২৩) বলেন,—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে।।"

শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র ও শ্রীশচী-দেবীর কলেবরকে প্রাকৃত অনভিজ্ঞ লোকগণ আপনাদের ন্যায় প্রাকৃত-গুণজাত সত্তামাত্র মনে করিয়া তদুদ্ভুত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের কলেবরকেও বদ্ধজীব-দেহসদৃশ প্রাকৃত ভোগ্য দ্রব্য বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের দেহ কখনও প্রাকৃত নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদের প্রাকৃতগুণজাত জন্ম বা মৃত্যু নাই, তাঁহারা বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্বে, মধ্যে ও অন্তে নিত্যস্থিতিশীল। পাদ্মোত্তর-খণ্ডে ২৫৭ অঃ ২৫৭-২৫৮—"যথা সৌমিত্রি ভরতৌ যথা সংকর্ষণাদয়ঃ। তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া।। পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্। ন কর্ম-বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।।"১০৯।।

একান্ত পুত্রগতপ্রাণা শচী-ঠাকুরাণী—

দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা পায়ে আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ।।১১৫।।

শচী-মাতাকে নিমাইর প্রবোধ-দান—

প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি' আশ্বাস-উত্তর।।১১৬।।

স্ব-সম্বন্ধে অন্বয়ভাবে মাতাকে সর্ববৈভবযুক্তা বলিয়া আশ্বাস-দান—

"শুন, মাতা, মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি।।১১৭।।

মাতাকে ব্রহ্মা-রুদ্রেরও দুষ্প্রাপ্য সম্পৎ-প্রদানে স্বীকার—

ব্রহ্মা-মহেশ্বরের দুর্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিমু হেলে।।"১১৮।।

পুত্রমুখ-দর্শনে শচীর আত্ম-বিস্মৃতি—

শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহস্মৃতিমাত্র নাহি, থাকে কিসে দুঃখ? ১১৯।।

বাঞ্ছাকল্পতরু-ভগবজ্জননীর দুঃখ-রাহিত্য ও সচ্চিদানন্দত্ব—

যাঁ'র স্মৃতিমাত্রে পূর্ণ হয় সর্বকাম।
সে-প্রভু যাঁহার পুত্ররূপে বিদ্যমান।।১২০।।

তাহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে?
আনন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে।।১২১।।

স্বীয় অচিন্ত্য প্রভাবে বিপ্রতনয়রূপে গৌর-নারায়ণের লীলা—

হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্রশিশুরূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভব-সুখে।।১২২।।

বহির্দৃষ্টিতে দারিদ্র-প্রদর্শন-সত্ত্বেও নিমাইর মহৈশ্বর্যশালীর ন্যায় ইচ্ছা ও আদেশ—

ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা,—যেন মহামহেশ্বরের বিলাস।।১২৩।।

স্বাভীষ্ট-পূরণে সেবকের বিলম্বপ্রকাশে নিমাইর ক্রোধাভিনয়—

কি থাকুক, না থাকুক,—নাহিক বিচার।
চাহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর।।১২৪।।

ক্রোধভরে নিমাইর অত্যাচার-লীলা—

ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেইক্ষণে।
আপনার অপচয়, তাহা নাহি জানে।।১২৫।।

পুত্রস্নেহ-বৎসলা শচীর পুত্রকে তদভীষ্ট দ্রব্য-দ্বারা সান্ত্বনা—

তথাপিহ শচী, যে চাহেন, সেইক্ষণে।
নানা-যত্নে দেন পুত্রস্নেহের কারণে।।১২৬।।

বিজয়ে,—প্রয়াণে বা নির্যাণে; পাঠান্তরে,—বিরহে, বিয়োগে। দশরথ-বিজয়ে,—রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৩ সর্গে ১-৩, ৬, ৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১১০।।

দুর্নিবার,—অপ্রতিহত, অনিবার্য; গৌরচন্দ্রের আকর্ষণ,—গৌরকৃষ্ণের প্রেমাকর্ষণ।।১১১।।

দণ্ডেক, এক দণ্ড; মূর্চ্ছা পায়,—মূর্ছিত বা অচেতন হয়। দুই চক্ষে হঞা অন্ধ,—যেহেতু নিমাই শচীমাতার নয়নতারা ছিলেন।।১১৫।।

প্রবোধেন,—প্রবোধ বা সান্ত্বনা দান করেন। আশ্বাস উত্তর,—আশ্বাস, প্রবোধ বা উৎসাহ-জনক উত্তর।।১১৬।।

দেহস্মৃতি . . . . দুঃখ,—অর্থাৎ আনন্দলীলাময়বিগ্রহ নিমাইর বদন-কমল-দর্শনে বৈকুণ্ঠবাসী তদীয় আশ্রয়জাতীয় মুক্ত সেবকবর্গের দেহস্মৃতি বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা আদৌ থাকে না। নশ্বর ভোগভূমিকা দেবীধামেই অবিদ্যা-গ্রস্ত গৌর-কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবগণের মধ্যে জড়দেহস্মৃতি অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিমূলক গোখরত্ব বর্তমান বলিয়া তাহারা প্রপঞ্চে ত্রিবিধ দুঃখ অনুভব করে। শচীদেবী—শুদ্ধসত্ত্বচিদানন্দময়ী, তিনি—নিত্যমুক্ত ও অপ্রাকৃত-বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ; সুতরাং নিরন্তর গৌরসেবা-পরায়ণা শচীদেবীর হৃদয়ে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার অবকাশ না থাকায় কিরূপে তিনি অবিদ্যাজনিত ত্রিবিধ দুঃখে ক্লিষ্ট হইতে পারেন?১১৯।।

স্বানুভব-সুখে,—নিমাই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরবস্তু। তাঁহার বদ্ধজীবের ন্যায় অবিদ্যা-জনিত ঔপাধিক স্থূলসূক্ষ্ম নশ্বর-দেহদ্বয়ের সুখানুভূতি নাই; তিনি আত্মারাম ও চিন্ময় অনুভববিশিষ্ট হইয়া সর্বদা নিত্যানন্দময়। পাঠান্তরে,—'স্বানুভাব-সুখে' অর্থাৎ স্বীয় অনুভাব বা ঐশ্বর্য জনিত আনন্দভরে।।১২২।।

একদা গঙ্গাস্নানে গমনকালে নিমাইর মাতৃ-সমীপে স্বীয় স্নান ও গঙ্গাপূজার দ্রব্য-প্রার্থনা—

একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে।
তৈল, আমলকী চাহে জননীর স্থানে।।১২৭।।

"দিব্য-মালা সুগন্ধি-চন্দন দেহ' মোরে।
গঙ্গাস্নান করি' চাঙ গঙ্গা পূজিবারে।।"১২৮।।

কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষার্থ পুত্রকে মাতার অনুরোধ—

জননী কহেন,—"বাপ, শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর, মালা আনি গিয়া।।"১২৯।।

অপেক্ষার্থ বলিবামাত্র নিমাইর ক্রোধাভিনয়—

'আনি গিয়া' যেই-মাত্র শুনিলা বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন।।১৩০।।

বিলম্বে অসহিষ্ণুতা দেখাইয়া ক্রোধভরে নিমাইর গৃহ-প্রবেশ—

"এখন যাইবা তুমি মালা আনিবারে!"
এত বলি' ক্রুদ্ধ হঞা প্রবেশিলা ঘরে।।১৩১।।

নিরঙ্কুশেচ্ছাময় শ্রীচৈতন্য-নারায়ণের স্বীয় চিৎ-সংস্পর্শ দ্বারা জীবভোগ্য জড়দ্রব্যের ভঙ্গুরতা ও নশ্বরতা-শিক্ষা-দান—

যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই' ক্রোধবশ।।১৩২।।

তৈল, ঘৃত, লবণ আছিল যা'তে যা'তে।
সর্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই' হাতে।।১৩৩।।

ছোট বড় ঘরে যত ছিল 'ঘট' নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্।।১৩৪।।

গড়াগড়ি' যায় ঘরে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ।
তণ্ডুল, কার্পাস, ধান্য, লোণ, বড়ী, মুদ্গ।।১৩৫।।

যতেক আছিল সিকা টানিয়া-টানিয়া।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া-ছিণ্ডিয়া।।১৩৬।।

বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খান্-খান্ করি' চিরি' ফেলে দুই করে।।১৩৭।।

সব ভাঙ্গি' আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষে গৃহপ্রতি হৈল ক্রোধাবেশ।।১৩৮।।

দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কা'রো যে নিষেধ করে।।১৩৯।।

অতঃপর বৃক্ষনাশ-চেষ্টা—

ঘর-দ্বার ভাঙ্গি' শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া।।১৪০।।

অবশেষে ক্রোধভরে ভূপৃষ্ঠে আঘাত—

তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয়।।১৪১।।

নিমাইর ক্রোধাবেশ-দর্শনে শচীর ত্রাস—

গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহাভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া।।১৪২।।

দরিদ্রতার প্রকাশ,—(জড়ীয় স্থূল বহির্দর্শনে) জীবসদৃশ দৈন্যের মূর্তি বা চেহারামাত্র; কেননা, যে-স্থানে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীগৌর-নারায়ণের অধিষ্ঠান, সে-স্থানে প্রাকৃত হেয় ঐশ্বর্যরাহিত্য বা দারিদ্র্যের অভাব। যেন মহামহেশ্বরের বিলাস,—যেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, ক্রীড়া বা লীলা।।১২৩।।

চাঙ,—চাই, ইচ্ছা করি।।১২৮।।

রুদ্র,—শিবের সংহার মূর্তি, ভীষণ, উগ্র, প্রচণ্ড, উদ্দীপ্ত।।১৩০।।

লোণ,—লবণ-শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ।।১৩৫।।

সিকা,—পাত্র-মধ্যে বিবিধদ্রব্য-রক্ষণার্থ ঊর্ধ্ব হইতে লম্বমান সূত্র বা রজ্জুনির্মিত আধার।।১৩৬।।

খান্-খান্,—'খণ্ড খণ্ড'-শব্দে জাত; টুক্‌রা টুক্‌রা।

চিরি'—সংস্কৃত ছিদ্-ধাতু হইতে ছিঁড়া', 'ছিণ্ডা' ছেঁড়া', তাহা হইতে চিরা, চেরা, বিদারণ, ছেদন (করা)।।১৩৭।।

দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে,—দুই হাত দিয়া লাঠি মারিতে লাগিলেন। দোহাতিয়া,—দুই হস্তে, দুই হস্তের সাহায্যে বা দুই হাত চালাইয়া; ঠেঙ্গা,—'দণ্ড'-শব্দ হইতে 'ডাণ্ডা', তাহা হইতে 'ডাণ্ডা', তাহা হইতে 'ঠেঙ্গা', লাঠি, যষ্টি। পাড়ে,—(ণিজন্ত) 'পড়া'-ধাতু হইতে 'পাড়ন'-ধাতু (আঘাতেচ্ছায় পাতিত করা) নিষ্পন্ন।।১৩৯।।

ধর্মবর্মা গৌর নারায়ণের মাতৃরূপি-ভক্ত-মর্যাদা-রক্ষণ—

ধর্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন।।১৪৩।।
এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যঞ্জিয়া।
তথাপিহ জননীরে না মারিলা গিয়া।।১৪৪।।

সর্বশেষে তীব্র অভিমান ভরে নিমাইর ভূমিতে বিলুণ্ঠন—

সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি' যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে।।১৪৫।।

গৌরের ধূলি ধূসরিত অঙ্গ-শোভা—

শ্রীকনক-অঙ্গ হৈলা বালুকা-বেষ্টিত।
সেই হৈল মহাশোভা অকথ্য-চরিত।।১৪৬।।

কিয়ৎক্ষণান্তে গৌরের স্থিরভাবে শয়ন—

কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি' দিয়া।
স্থির হই' রহিলেন শয়ন করিয়া।।১৪৭।।

গৌর-নারায়ণের যোগনিদ্রায় শয়ন—

সেইমতে দৃষ্টি কৈলা যোগ-নিদ্রা-প্রতি।
পৃথিবীতে শুই' আছে বৈকুণ্ঠের পতি।।১৪৮।।

শেষশায়ী লক্ষ্মীপতি ষড়ৈশ্বর্যশালী গৌর-নারায়ণ—

অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাঁহার শয়ন।
লক্ষ্মী যাঁ'র পাদ-পদ্ম সেবে অনুক্ষণ।।১৪৯।।

শ্রুতি-বিমৃগ্য সৃষ্টিস্থিতিলয়েশ, শিববিরিঞ্চিধ্যাত গৌর-নারায়ণের বৈকুণ্ঠাভিন্ন শচী-প্রাঙ্গণে যোগনিদ্রা—

চারিবেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে।।১৫০।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করয়ে যাঁ'র দাসে।।১৫১।।
ব্রহ্মা-শিব-আদি মত্ত যাঁ'র গুণধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যাঁ'ন শচীর অঙ্গনে।।১৫২।।

স্বেচ্ছায় গৌর-নারায়ণের যোগনিদ্রা-দর্শনে দেবগণের বিস্ময়—

এইমত মহাপ্রভু স্বানুভব-রসে।
নিদ্রা যায় দেখি' সর্বদেবে কান্দে হাসে।।১৫৩।।

পুত্র সম্মুখে শচীর মালা ও গঙ্গাপূজোপকরণ-প্রদর্শন—

কতক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জ প্রত্যক্ষ করিয়া।।১৫৪।।

পুত্রের গাত্রস্থ ধূলি-পরিষ্করণ—

ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি' তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া।।১৫৫।।

পুত্রকে মালা ও পূজোপকরণ-প্রদান—

"উঠ উঠ, বাপ, মোর, হের, মালা ধর।
আপন-ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা পূজা কর।।১৫৬।।

পুত্রের দ্রব্য-নাশ-সত্ত্বেও শচীর সহিষ্ণুতা—

ভাল হৈল, বাপ, যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া।।"১৫৭।।

গাত্রোত্থানপূর্বক নিমাইর স্নানার্থ গমন—

জননীর বাক্য শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত-অন্তর।।১৫৮।।

গৃহ মার্জনপূর্বক শচীর রন্ধনোদ্যোগ—

এথা শচী সর্বগৃহ করি' উপস্কার।
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার।।১৫৯।।

পুত্র-কৃত সহস্র ক্ষতি-সত্ত্বেও পুত্রগতপ্রাণা শচীর ক্ষোভরাহিত্য—

যদ্যপিহ প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপিহ শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়।।১৬০।।

উপান্তে,—উপকণ্ঠে, প্রান্তে, এক পার্শ্বে।।১৪২।।

ব্যঞ্জিয়া,—ব্যঞ্জনা করিয়া, ব্যক্ত বা প্রকাশ করিয়া।।১৪৪।।

অকথ্য চরিত—অবর্ণনীয়-মহিমাযুক্ত।।১৪৬।।

যোগনিদ্রা—স্বীয় অপ্রাকৃত-লীলা-পুষ্টিকারিণী চিন্ময় নিরঙ্কুশেচ্ছাত্মিকা-যোগমায়া সাহায্যে নিদ্রা।।১৪৮।।

বালাই,—আরবী 'বালাহ'শব্দ (বিপদ্, আপদ হইতে নিষ্পন্ন; বিপদ্, আপদ্, অশুভ, অমলে, পাপ।।১৫৭।।

কৃষ্ণ-যশোদার সহিত নিমাই-শচীর উপমা—

কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ-প্রকারে।
যশোদা সহিলেন গোকুল-নগরে।।১৬১।।

পুত্রবৎসলা শচীর গৌর-নির্যাতন-সহিষ্ণুতা—

এইমত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা।।১৬২।।

পরমেশ্বররূপি-পুত্রে ঐশ্বর্যবুদ্ধিহীনা শুদ্ধবাৎসল্যময়ী শচীর তৎকৃত সমস্ত চাপল্য স্বচ্ছন্দে সহন—

ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক।।১৬৩।।

সহিষ্ণুতায় পৃথ্বীসমা শচীমাতা—

সকল সহেন আই কায়-বাক্য-মনে।
হইলেন শচী যেন পৃথিবী আপনে।।১৬৪।।

গঙ্গা স্নানান্তে নিমাইর গৃহাগমন—

কতক্ষণে মহাপ্রভু করি' গঙ্গাস্নান।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান্।।১৬৫।।

বিষ্ণু ও তদীয় পূজান্তে নিমাইর ভোজনারম্ভ—

বিষ্ণুপূজা করি' তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া।।১৬৬।।

ভোজন ও আচমনান্তে প্রভুর তাম্বূল-চর্বণ—

ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন।
আচমন করি' করেন তাম্বূল-চর্বণ।।১৬৭।।

পুত্রকে চাপল্য-কারণ-জিজ্ঞাসা—

ধীরে ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
''এত অপচয়, বাপ, কি-কার্যে করিলা? ১৬৮।।

মাতৃরূপি-ভক্ত-কর্তৃক তদীয় সর্বস্বে সেব্য-পুত্রের স্বত্বাধিকার-জ্ঞাপন—

ঘর-দ্বার দ্রব্য যত, সকলি তোমার।
অপচয় তোমার সে, কি দায় আমার? ১৬৯।।

নিত্যশুদ্ধভাবময় ভগবদ্গৃহে অর্থাভাব-জ্ঞাপন—

পড়িবারে তুমি বোল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি,—কালি কি খাইবা?''১৭০।।

নিমাইর হাস্য, একমাত্র ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণেরই গোপ্তৃত্ব বা ভর্তৃত্ব-জ্ঞাপন—

হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বোলে,—''কৃষ্ণ পোষ্টা, করিবে পোষণ।।''১৭১।।

বাগীশ্বর গৌর-নারায়ণের গ্রন্থসহ পাঠার্থ প্রস্থান—

এত বলি' পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতীপতি চলিলেন পড়িবারে।।১৭২।।

পাঠান্তে সন্ধ্যায় গঙ্গা-তটে গমন—

কতক্ষণ বিদ্যা-রস করি কুতূহলে।
জাহ্নবীর কুলে আইলেন সন্ধ্যাকালে।।১৭৩।।

গৃহে প্রত্যাবর্তন—

কতক্ষণ থাকি' প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুনঃ আইলেন আপন-মন্দিরে।।১৭৪।।

নির্জনে মাতাকে দুই তোলা স্বর্ণ-প্রদান—

জননীরে ডাক দিয়া আনিঞা নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তা'ন হাতে।।১৭৫।।

কৃষ্ণপ্রদত্ত-জ্ঞানে সেই স্বর্ণদ্বারা গৃহ-ব্যয়নির্বাহার্থ মাতাকে অনুরোধ—

''দেখ,মাতা, কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল।।''১৭৬।।

যেন পৃথিবী আপনে,—সর্বংসহা বসুন্ধরার সদৃশ।।১৬৪।।

দায়,—[দা+(কর্মে ঘঞ্], লাভ-ক্ষতি, সংস্রব, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, দায়িত্ব।।১৬৯।।

সম্বল,—[সম্ব্ (গমন করা, চলা+(করণে) অল্], 'পুঁজি', পাথেয়, জীবিকা বা অর্থ।।১৭০।।

পোষ্টা,—পোষণকর্তা।।১৭১।।

সরস্বতী-পতি,-সরস্বতী বা পরা-বিদ্যার পতি অর্থাৎ ''বিদ্যাবধূজীবন'' শ্রীকৃষ্ণ।।১৭২।।

নিমাইর প্রস্থানানন্তর স্বর্ণ-দর্শনে শচীর বিস্ময় ও চিন্তা—

এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা শয়নে।
পরম-বিস্মিত হই' আই মনে গণে'।।১৭৭।।

স্বর্ণপ্রাপ্তিতে ভাবি-বিপদাশঙ্কা—

"কোথা হইতে সুবর্ণ আনয়ে বারেবার।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায় আসি' আর।।১৭৮।।

দ্রবিণাভাব ঘটিবা-মাত্র নিমাইর পুনঃ পুনঃ স্বর্ণানয়ন—

যেই-মাত্র সম্বল-সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এইমত সোণা আনে বারেবারে।।১৭৯।।

নিমাইর স্বর্ণ সংগ্রহ বিষয়ে শচীর নানা চিন্তা—

কিবা ধার করে, কিবা কোন্ সিদ্ধি জানে?
কোন্‌রূপে কা'র সোণা আনে বা কেমনে?"১৮০।।

অতি-সরলচিত্তা শচীর স্বর্ণ বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহেও আশঙ্কা—

মহা-অকৈতব আই পরম উদার।
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বারেবার।১৮১।।

সকলের দ্বারা পরীক্ষণপূর্বক নিজ-নির্দোষত্ব স্থাপন—

"দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে।"
লোকেরে শিখায় আই "ভাঙ্গাইবি তবে"।।১৮২।।

হেনমতে মহাপ্রভু সর্ব-সিদ্ধিশ্বর।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর।।১৮৩।।

একাগ্রমনে স্বাধ্যায়-রত বটুব্রহ্মচারি-বেষী নিমাইর রূপ-বর্ণন—

না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন।।১৮৪।।
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ্ব তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর-কেশ সর্ব-মনোহর।।১৮৫।।
স্কন্ধে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দন্ত।।১৮৬।।
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল-নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন।।১৮৭।।

সকলেই বিশ্বম্ভরের শ্রীরূপাকৃষ্ট—

যেই দেখে, সেই একদৃষ্ট্যে রূপ চা'য়।
হেন নাহি' 'ধন্য ধন্য' বলি' যে না যায়।।১৮৮।।

নিমাইর অপূর্ব ব্যাখ্যা-শ্রবণে গঙ্গাদাসের হর্ষ—

হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর।।১৮৯।।

নিভৃতে,—[নি-ভৃ (পোষণকরা+কর্মে) ক্ত], নির্জনে, গোপনে; ভাঙ্গাইয়া,—কোন মুদ্রার বিনিময়ে সমপরিমাণ মূল্যের ক্ষুদ্র মুদ্রা বা দ্রব্য গ্রহণ করিয়া। করহ,—নির্বাহ বা সমাধান কর।।১৭৬।।

প্রমাদ,—বিপদ্, অনিষ্ট।।১৭৮।।

সম্বল-সঙ্কোচ,—অর্থাভাব।।১৭৯।।

ধার, [ধৃ + (কর্মে) ঘঞ্], ঋণ-গ্রহণ।

সিদ্ধি,—(ভাঃ ১১।১৫।৪-৫—"অণিমা মহিমা মূর্তের্লঘিমাপ্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা।। গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি। এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টবৌৎপত্তিকা মতাঃ।।" অর্থাৎ অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা,—এই অষ্টসিদ্ধি ভগবানের স্বাভাবিকী। ঐ ৬-৮ম শ্লোকও দ্রষ্টব্য।।১৮০।।

মহা-অকৈতব,—কৈতব, কাপট্য বা ছলনা-বিহীন, অতীব সুসরলা।

ডরায়—(হিন্দী 'ডর্না' হইতে) ভয় পাওয়া, শঙ্কিত হওয়া।।১৮১।।

সর্বসিদ্ধীশ্বর,—অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর; ভা ১১।১৫।১০-১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১৮৩।।

ত্রিকচ্ছ,—তিনটী 'কাছা'; প্রৌঢ়বয়স্ক বঙ্গবাসিগণের বস্ত্রপরিধান রীতিবিশেষ। পরিহিত-বস্ত্রের যে উত্তরাংশকুঞ্চিত করিয়া পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া টানিয়া বিপরীত দিকে কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগে নিবদ্ধ করা হয় তাহাকে 'কাছা', আর যে পূর্বাংশ কুঞ্চিত করিয়া নাভিদেশের সম্মুখভাগে নিবদ্ধ করা হয়, তাহাকে 'কোঁচা' বলে; এই কোঁচারই অপর-প্রান্তস্থিত কুঞ্চিত অগ্রভাগ উঠাইয়া পুনরায় নাভিদেশে নিষদ্ধ করিলেই উহা 'ত্রিকচ্ছ বসন' নামে অভিহিত হয়।।১৮৭।।

স্বীয় ছাত্রগণ-মধ্যে সর্বপ্রধান জ্ঞানে নিমাইকে গঙ্গাদাসের সম্মান-প্রদান—

সকল পড়ুয়া-মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব-প্রধান করিয়া।।১৯০।।

ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা অধ্যাপকের নিমাইকে উৎসাহ-প্রদান—

গুরু বোলে,—"বাপ, তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য হৈবা তুমি, বলিলাঙ দঢ়।।"১৯১।।

বিনয়ের মূর্তবিগ্রহ ও ব্রহ্মচারীর আদর্শরূপে গুরুর আশীর্বাদ বহুমানপূর্বক যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান—

প্রভু বেলে,—"তুমি আশীর্ব্বাদ কর যা'রে।
ভট্টাচার্য-পদ কোন্ দুর্লভ তাহারে?"১৯২।।

নিমাইর প্রশ্নোত্তর-দানে সকলেরই অসামর্থ্য—

যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর।।১৯৩।।

'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' ও 'নয়'-ব্যাখ্যা 'হয়' করণ—

আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।।১৯৪।।

স্বয়ং অনায়াসে অন্যের দুঃসাধ্য সূত্রের ব্যাখ্যান—

কেহ যদি কোনমতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সু-রীতে।।১৯৫।।

সর্বক্ষণ নিমাইর শাস্ত্রানুশীলন—

কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে।।১৯৬।।

জগতের সৌভাগ্য-সুযোগাভাব-হেতু গৌর-নারায়ণের আত্মপ্রকাশত্ব-গোপন—

এই মতে আছেন ঠাকুর বিদ্যা-রসে।
প্রকাশ না করে জগতের দীন-দোষে।।১৯৭।।

তাৎকালিক অনিত্যবিষয়-ভোগরত হরিভক্তিহীন সংসার-বর্ণন—

হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎসঙ্গ অসৎপথ বই নাহি আর।।১৯৮।।

দেহাত্মবুদ্ধি আত্মসর্বস্ব সাংসারিক লোকের দশা-বর্ণন—

নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ-গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে।।১৯৯।।

অনিত্য সুখাসক্তি ও কৃষ্ণবৈমুখ্য-দর্শনে পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবের দুঃখ ও করুণার্থ কৃষ্ণসমীপে আবদেন—

মিথ্যা-সুখে দেখি সর্বলোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ দুঃখ ভাবেন অন্তর।।২০০।।
'কৃষ্ণ' বলি' সর্বগণে করেন ক্রন্দন।
"এ সব জীবেরে কৃপা কর, নারায়ণ।।২০১।।

একদৃষ্ট্যে,—অনন্যদৃষ্টিতে, নিষ্পলক, নির্ন্মিমেষ বা অনিমীলিত নেত্রে।।১৮৮।।

ভট্টাচার্য, যে বিপ্র মীমাংসা ও ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, অথবা যিনি আদ্যন্ত কোন একটী বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, তিনিই এই উপাধি-লাভের যোগ্য; অথবা দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক।।১৯১।।

জ্ঞাতব্য এই যে, মায়াধীশ বিষ্ণুতে "কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুং সামর্থ্য"—নিত্য বর্তমান।।১৯৪।।

সু-রীতে,—সুষ্ঠুভাবে, সুচারুরূপে।।১৯৫।।

দীন-দোষে—জগতের অধিকাংশ লোকই অক্ষজ-জ্ঞান পরায়ণ অর্থাৎ অধোক্ষজ বিষ্ণু-বিমুখ। অপরা-বিদ্যা অপেক্ষা পরা-বিদ্যার—যাহাদ্বারা বিষ্ণুতত্ত্বে জীবের শুদ্ধা মতি উদিত হয়, তাহার—শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকারে তাঁহাদের যোগ্যতা হয় না বলিয়াই তাঁহারা যথার্থ 'দীন'-শব্দ-বাচ্য। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন, (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৩৬ শ্লোক)—"প্রসারিত মহাপ্রেম-পীযূষ-রসাসাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ।।"১৯৭।।

একমাত্র বাস্তব নিত্যসত্যবস্তু মায়াধীশ বিষ্ণুর প্রতীতিব্যতীত তদিতর প্রাকৃত দর্শনমূলক যাবতীয় সঙ্গ ও পথই অসৎসঙ্গ ও অসৎপথ।।১৯৮।।

তৎকালে ঔপাধিক-জ্ঞান-প্রমত্ত কর্ম-জড় মূঢ়গণ স্ত্রী পুত্রাদির সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-চেষ্টাতেই ব্যস্ত ও প্রবৃত্ত ছিল। আবার, কর্ম্মজড় অর্থাৎ সৎকর্ম নিপুণ ভীমভট্টাদির পদাবলেহনকারী জনগণ ইষ্টাপূর্ত, চিকিৎসাগার, অপরা-বিদ্যার পাঠশালা প্রভৃতি

কৃষ্ণরতি বিনা মানবের দুর্গতি-ভোগ—

হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি হৈল রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিবে দুর্গতি! ২০২।।

দেব-বাঞ্ছিত নরজন্ম লাভ-সত্ত্বেও কৃষ্ণেতর জড়সুখভোগ-ফলে বৃথা জন্ম—

যে নর-শরীর লাগি' দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা-সুখের বিহারে।।২০৩।।

কার্যে দয়ার ছলনায় দেহ ও মনকে নিযুক্ত করিয়া পরকালে ইন্দ্রিয়সুখপর ফল কামনা করিত; তাহারা ঔপাধিক স্বার্থের বশবর্তী হইয়া নৈষ্কর্ম্মরূপ নিষ্কাম কৃষ্ণসেবা চেষ্টায় নিতান্ত বিমুখ ছিল। তাহাদের বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ চৈতন্য সম্পাদন করা স্মৃতি শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। তাহারা—অজ্ঞ ও মূঢ়। শ্রীহরির সেবাই যে সর্বজীবের সর্ব সময়ে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ কৃত্য,—এই পরমসত্যের বিস্মৃতিফলেই তাহাদের নানাপ্রকার জড়সেবা প্রবৃত্তিমূলা বিষয়ভোগ স্পৃহা জন্মিয়াছিল।।১৯৯।।

যে নরশরীর....কাম্য করে,—একমাত্র নরদেহই হরিভজনের সর্বাপেক্ষা অনুকূল, সুতরাং দেবগণেরও যে তাহা প্রার্থনীয়, তদ্বিষয়ে দেবগণের গীতি (ভাঃ ৫।১৯।২০-২৪),—

'অহো, এই ভারতবর্ষে উদ্ভূত মানবগণ কি উত্তম তপস্যাই না করিয়াছেন! অথবা, স্বয়ং ভগবান্ 'শ্রীহরি কোন প্রকার সাধন-ব্যতীতই ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন! ভারতে যে মনুষ্যজন্ম-লাভের নিমিত্ত আমরাও স্পৃহা করি, ইঁহারা ভারতাঙ্গনে মুকুন্দসেবোপযোগী সেই মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!

আমাদের দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে তুচ্ছ স্বর্গপ্রাপ্তিদ্বারাই বা কি ফল-লাভ হইল? বিশেষতঃ, এইস্থানে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মস্মৃতি ত' নাই-ই, বরং অতিশয় ইন্দ্রিয়-তর্পণাতিশয্য-নিবন্ধন তাহাও বিলুপ্তা হইয়া যায়।

আয়ুষ্মান্ হইয়া পুনরাবর্তনময় ব্রহ্মলোক-লাভ অপেক্ষা অল্পায়ুঃ হইয়া ভারতভূমিতে নরজন্ম লাভও শ্রেষঃ; যেহেতু এই নরজন্মে মনস্বি মানবগণ মর্ত্যদেহ দ্বারাই অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের কৃতকর্মসমূহ শ্রীহরিতে সমর্পণ করিয়া তদীয় অভয়পদ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন।

যে-স্থানে হরিকথা-সুধাসরিত প্রবাহিত নাই, যে-স্থানে তদাশ্রিত বৈষ্ণবসাধুগণের অধিষ্ঠান নাই, যে-স্থানে শ্রীহরির কীর্তনবহুল যজ্ঞ ও গীতনৃত্যবাদ্যাদি মহোৎসব নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা আশ্রয় করিবেন না।

এই ভারতবর্ষে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্মেন্দ্রিয় ও ক্ষিত্যাদি দ্রব্যনিচয়পূর্ণ নরজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে-সকল প্রাণী স্বরূপাবস্থিতি বা বিষ্ণুপাদপদ্মলাভরূপ মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করে না, তাহারা বনচর পক্ষীর ন্যায় (কোনক্রমে মুক্তিলাভানন্তরও পুনরায় ভোগবশে) বন্ধনদশাই প্রাপ্ত হয়।।"২০৩।।

যাত্রা,—ভাঃ ১১।২৭।৫০ শ্লোকে "পূজা-যাত্রোৎসবাশ্রিতান্" পদের শ্রীস্বামিকৃত টীকায় "যাত্রা—বিশিষ্টে পর্বণি বহুজনসমাগমঃ" ও "উৎসবো—বসন্তাদি মহোৎসবঃ"; ভাঃ ১১।১১।৩৬-৩৭ শ্লোকে "মম পর্বানুমোদনম্" ও "সর্ববার্ষিক পর্বসু" পদদ্বয়ের শ্রীস্বামিকৃত-টীকায় "পর্বাণি জন্মাষ্টম্যাদীনি" ও "সর্ববার্ষিকপর্বসু চাতুর্মাস্যৈকাদশ্যাদিষু" এবং ভাঃ ৫।১৯-২৩ শ্লোকে "মহোৎসবাঃ"-পদের টীকায় "মহান্তো নৃত্যাদ্যুৎসব যেষু তাদৃশাঃ" ইত্যাদি ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

মরে,—দেহাত্মবুদ্ধি ইহ সর্বস্ব মূঢ়জনগণ স্ব-স্বরূপ ও উপাস্যসেবা-বিস্মৃতিফলে অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানাভাববশতঃ শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবার্থে অখিলচেষ্টা-পরায়ণ না হইয়া দেহ ও মনের নিজেন্দ্রিয়ের তর্পণাভিলাষেই যাবতীয় কর্ম করে; সুতরাং শ্রেয়ঃপন্থা বা অধোক্ষজ-সেবা ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করে। তাহারা অমৃত বা বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক না হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসাররূপ নরকপথের পথিক হয় ও নানাযোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবার্থে যে সকল ভগবদ্ধর্মানুষ্ঠান, তাহা সকল-জীবেরই একমাত্র কর্তব্য। ভাঃ ১১।২৯।৮—"যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্" অর্থাৎ 'পূর্বোক্ত নিত্য সনাতন ধর্মের আচরণ করিলেই মরণ-ধর্মশীল মানব অতিদুর্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়, নতুবা মৃত্যু-পথে ধাবিত হয়।'

(ভাঃ ২।১।৪ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—'ভগবদ্বিমুখ মানবগণ অনিত্য দেহ, পুত্র ও কলত্রাদি পরিকরগণের প্রতি আসক্ত হইয়া আপনাকে বিনাশ দেখিয়াও দেখিতে পায় না।'

কৃষ্ণেতর-কর্মকাণ্ডে লোকের উল্লাস—

কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব-পর্ব নাহি করে।
বিবাহাদি-কর্মে সে আনন্দ করি' মরে।।২০৪।।

বৈষ্ণবগণের নারায়ণ-স্তুতি ও তৎকৃপা-প্রার্থনা—

তোমার সে জীব, প্রভো, তুমি সে রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা, তুমি সে সর্বপিতা।।"২০৫।।

ভক্তগণের সর্বজীব-মঙ্গল-চিন্তন ও মঙ্গলগীতি-গান—

এইমত ভক্তগণ সবার কুশল।
চিন্তেন-গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল।।২০৬।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।২০৭।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে মিশ্র-পরলোকগমনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

(ভাঃ ৩।৩০।৩-১৪ ও ১৮ শ্লোকে দেবহুতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি)---'দুর্মতি জীব মোহবশতঃ অনিত্য কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে 'নিত্য' বলিয়া মনে করে, সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। প্রাণিগণ এই সংসারে যে-যে-যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং কিছুতেই আর বিরাগ লাভ করে না। দৈব-মায়া-বিমোহিত জীব নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহার-বিহারাদিতে আনন্দ লাভ করিয়া নারকি শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। সে দেহ, জায়া, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধুপ্রভৃতিতে বদ্ধহৃদয় হইয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ বলিয়া মনে করে। কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় তাহার আপাদ-মস্তক দগ্ধীভূত হইতে থাকে; তজ্জন্য সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কূটধর্ম ও দুঃখময় গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষী শিশুগণের আধ আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জনে প্রদত্ত প্রলোভনে অবশচিত্ত হইয়া 'দুঃখকেই সুখ' বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সেই গৃহব্রত ব্যক্তি যাহাদের পোষণফলে অধোগতি লাভ করিবে, অর্থ উপার্জন করিয়া সেই পরিবারবর্গকেই তাহাদের ভোজনাবশেষ গ্রহণপূর্বক পোষণ করিয়া থাকে। যখন তাহার নিজের জীবিকা-রাহিত্য ঘটে, তখন সে অন্য-কোন জীবিকা অবলম্বন করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা-সত্ত্বেও ব্যর্থ মনোরথ ও লোভাভিভূত হইয়া পর-ধনে স্পৃহা করে; সেই মূঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য পুরুষ বারংবার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্ব ভরণে অসমর্থ হয়, তখন মৃতদার ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। . . . . সেই কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের তীব্র ক্লেশ দর্শন করিয়া অধীর হয় ও অবশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণত্যাগ করে।।২০৪।।

তোমার সে জীব,---বিভুতত্ত্বই বিভু-চৈতন্য, ঈশ্বর-তত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মা; আর যাবতীয় জীবাত্মাই বশ্যতত্ত্ব, অণুচৈতন্য, সুতরাং প্রত্যেকেই স্বরূপতঃ 'তদীয়' বা বৈষ্ণব; —(গীঃ ১৫।৭) "মমৈবাংশো জীব-লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি।।২০৫।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায়।